অধ্যাত্ম রামায়ণ

আদিকাণ্ড।

শ্রীশ্রীমন্মহাদেব রচিত

শ্রীমহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত।

কলিকাতা;

ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত

১২৬৭ সাল

দোষাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণাংশ গ্রহণ করেন তবেই সুখ্যাতি পাইতে পারি।

অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ, শ্রবণ, স্মরণ এবং গৃহ মধ্যে সংরক্ষণের যে সকল ফল কথিত হইয়াছে গ্রন্থ মধ্যেই স্থানেং তৎসমস্ত বর্ণিত হইল এস্থলে পুনরুল্লেখে প্রয়োজনাভাব, আমি বহু পরিশ্রমে সপ্ত কাণ্ড অনুবাদ সমাপণ করিয়াছি, সাধারণের উৎসাহ পাইলে ক্রমেং অবশিষ্ট কাণ্ড যত্ন মুদ্রাঙ্কিত করিব।

বাঙ্গালা পদ্য ছন্দে এই পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছে, আমি ইহাতে স্থানেং প্রাচীন কবিদিগের প্রণালী অনুসরণ করিয়াছি, ইহাতে অধুনাতন নব্যদল পুস্তক প্রতি উপেক্ষা বশ হইবেন না, অধ্যাত্ম-রামায়ণ মর্ম্ম স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশার্থ সহজ পথেই লেখনী চালন করিয়াছি, পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেক যোগ বিষয় বুঝিতে পারিবেন, এবং জানিবেন এই ব্যাপারে আমার কত পরিশ্রম হইয়াছে, আমি ভরসা করি অধ্যাত্ম রামায়ণের আদ্যোপান্ত গ্রহণ এবং পাঠ করিলে সাধারণের অনেক জ্ঞানোন্নতি সম্ভব, অতএব সকলকে অনুরোধ করি এই আদিকাণ্ডপ্রতি যত্ন প্রকাশ দ্বারা আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন, সাধারণের অনুরাগ পরীক্ষা হইলে অন্যান্য খণ্ড অব্যাজেই প্রকাশ করিব, আমি আপাতত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মূল্য চারি-আনা নির্দ্দিষ্ট করিলাম, হিন্দু ধর্ম্মানুরাগি মহাত্মাগণ

কি এই অল্প ব্যয়ে পুস্তক গ্রহণ করিতে কৃপণতা করিবেন?।

সর্ব্বশেষে ছাপা যন্ত্রাধ্যক্ষ এবং অপরাপর ব্যক্তি দিগকে বলিয়া রাখিতেছি আমি বহু পরিশ্রমে এই আদিকাণ্ড অনুবাদ করিয়াছি সুতরাং ইহাতে আমার স্বাধিকৃতত্ব স্থাপিত হইল, অতএব এতন্মুদ্রাঙ্কণে কেহ প্রবর্ত্ত হইবেন না, আমি গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গাল আফিসে রীতিমত রেজষ্টরী করিয়া রাখিলাম আমার অনুমতি ব্যতিরেকে যে কেহ ইহা মুদ্রাঙ্কণ করিবেন, আমি নগরীয় সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়া রীতিমত দণ্ডিত এবং আমার ক্ষতিপূরণ করিব ইতি তাং ১১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৩৭ সাল।

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা
অধ্যাত্ম রামায়ণানুবাদক।

শাস্ত্র যাঁর রয়॥ যাঁহার বেদান্ত গর্ভ হয় অবিরাম। সে পদ দায়ক জনে অসংখ্য প্রণাম॥ যাঁহার স্মরণ মাত্রে হয় সর্ব্ব জ্ঞান। সকল সম্পত্তি যিনি পুরুষ প্রধান॥ তাঁহার চরণ যেবা প্রকাশে হৃদয়ে। সে গুরু চরণে নতি বচন হৃদয়ে॥ নিয়ত চিন্ময় শান্ত বিরাম রহিত। নিরঞ্জনা ব্যক্ত হ্রাস বৃদ্ধি বিবর্জিত॥ যে জন আমারে দেন সে পদ কমল। তাঁহার চরণে মন হওরে অচল॥ শঙ্কায় হইল ভক্ষ্য সকল জগত। সে শঙ্কা যাঁহার ভক্ষ্য হইল নিয়ত॥ তাঁহার পরম পদ দেন যেই জন। তাঁহার পরম পদে থাক সদা মন॥

মেরু মন্দরে বসেন যত দেবগণে। কিন্নর গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিবিধ কাননে॥ পাতালে ভুজঙ্গ সর্ব্ব ফণি মণি ধারী। যাহার কিরণ হয় সদা তিমিরারি॥ প্রমো-দিত শিখর কৈলাস শ্রীনিবাসে। যেই বিদ্যাধর সর্ব্ব আছ ব্রহ্ম আশে॥ সকলে করিয়া দয়া কর আগমন। ভাষায় শুনিতে শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ॥

——

শ্রীরাম চন্দ্রায় নমঃ।

আদিকাণ্ডে প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মার প্রতি নারদের প্রশ্ন ও নারদের প্রতি শ্রীমদ ধ্যাত্ম রামায়ণ মাহাত্ম্য কথন।

পয়ার। মহামুনি সুত কন দয়ান্বিত মনে। শুনহ সনক শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণে॥ একদা নারদ পরহিতৈষী হইয়া। পর্য্যটন সর্ব্ব লোক সস্নেহে করিয়া॥ ব্রহ্ম লোকে মহাযোগী হন উপনীত। তথায় দেখিয়া ব্রহ্মে অতি পুলকিত॥ সভা মধ্যে সমাসীন ব্রহ্মা প্রজাপতি। মার্কণ্ডেয় আদি সবে করিছেন স্তুতি॥ মূর্ত্তিমান বেদ সর্ব্ব বিরাজ তথায়। তরুণ অরুণ আভ সভা দীপ্তি পায়॥ সংযুক্তা হইয়া তাঁর দেবী সরস্বতী। সর্ব্বার্থ গোচরী জ্ঞানী ব্রহ্মে সদা মতি॥ চতুর্মুখ জগন্নাথ অতি কৃপাবান। ভক্তের অভীষ্ট ফল করিবারে দান॥ দণ্ডবৎ হয়্যে মুনি প্রণাম করিলা। ভক্তিযুক্ত স্তবে ঋষি ব্রহ্মারে তুষিলা। সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা মুনি প্রতি কন। পরম বৈষ্ণব তুমি মহা তপোধন॥ যে কিছু তোমার প্রশ্ন যা হয় কামনা। কহিব তোমারে মুনি অন্যথা হবে না॥ এরূপ শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন। পুলকিত হইয়া করেন নিবেদন॥ তব মুখে শুভাশুভ পূর্ব্বে শুনিয়াছি। ইদানী জানিতে এক বাঞ্ছাযুত

আছি॥ সে রহস্য বল প্রভু যদি কৃপা হয়। তোমার স্বজিত জীব যাতে মুক্ত রয়॥ ঘোর কলি আগমনে এদশা হইবে। পুণ্য বিবর্জ্জিত লোক নরকেতে রবে॥ দুরাচারে রত হয়্যে সত্যেরে ত্যজিবে। পর বৃত্তি ভোগে লোক লোভেতে মজিবে॥ পর অপবাদে লোকে হইবেক রত। পরধন অভিলাষী হইবে নিয়ত॥ পর স্ত্রী আশক্ত লোক সর্ব্বদা হইবে। পরহিংসা পরায়ণ নিয়ত রহিবে॥ দেহকে ভাবিবে আত্মা হয়্যে মূঢ় অতি। নাস্তিক হইয়া হবে পশু তুল্য মতি॥ পিতা মাতা প্রতি দ্বেষ করিবে নিয়ত। কামের কিঙ্কর হয়্যে জায়া বশীভূত॥ লোভেতে মদেতে বিপ্র হইবে গ্রাসিত। জীবন পালিবে বেদ করিয়া বিক্রীত॥ ধন উপার্জ্জনে ব্যস্ত সর্ব্বদা থাকিবে। বিদ্যামদে ত্যক্ত নর নিয়ত হইবে॥ স্বজাতির কর্ম্ম ধর্ম্ম করিবে বর্জ্জন। বঞ্চনা করিতে সদা করিবে যতন॥ ক্ষত্রী জাতি তথা বৈশ্য স্বধর্ম্ম ত্যজিবে। ব্রাহ্মণের আচরণ শূদ্রেতে করিবে॥ স্ত্রী জাতি সকলে প্রায় হইবেক ভ্রষ্টা। অবহেলে নিজপতি ত্যজিবেক নষ্টা॥ শ্বশুরের দ্রোহ কারী হইবে নিশ্চয়। এমত নির্ব্বুদ্ধি জীবে কিসে গতি হয়॥ আকুল হয়্যেছে চিত্ত ইহার চিন্তায়। কৃপা করি কহ দেব যাহে চিন্তা যায়॥ এসবার গতি কিসে পর কালে হয়। এমত লঘু উপায় কহ দয়াময়॥ সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্য প্রভু তুমি কৃপাময়। সে উপায় বল নাথ হইয়া

সদয়॥ দেবর্ষি নারদ মুখে হেন প্রশ্ন শুনি। পদ্মাসন কহিলেন শুন মহামুনি॥ সাধু প্রশ্ন তুমি সাধু মুনিবর মানি। সমাদরে শুন সর্ব্ব যাহা কহি বাণী॥ ত্রিপুরারি মহাদেবে হরপ্রাণ প্রিয়া। শ্রীরামের তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসেন গিয়া॥ ভক্তে দয়াময়ী জানি গিরীশ তাঁহারে। আপনি সে গূঢ় বার্ত্তা কহেন সাদরে॥ শুভদ পুরাণ শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ। শুনিয়াছি আমি প্রিয়ে করহ শ্রবণ॥ নিয়ত যাঁহারে পূজে দেবী জগদ্ধাত্রী। সানন্দেতে আলোচনা করি দিবা রাত্রি॥ মগ্ন মনে থাকি সদা তাহা সন্নিধানে। প্রচার করহ তাহা লোক বিদ্যমানে॥ প্রাণ দৃষ্টি বসে যদি তাহাতে লোকের। পঠনে উদ্ধার তাহে হইবে জীবের॥ যদবধি অধ্যাত্ম না হয় প্রকাশিত। তদবধি ধরাতল পাপেতে ব্যাপিত॥ বিবাদি সকল শাস্ত্র হয় পরস্পর। মহীতলে যাবৎ অধ্যাত্ম অগোচর॥ দুর্ম্মতি অধিক হবে শ্রীরামে তাবৎ। অপ্রকাশ্য এঅধ্যাত্ম জগতে যাবৎ॥ পুরাণাদি প্রবর্ত্ত হইবে মহীতলে। শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ না গেলে ভূতলে॥ অত্যন্ত উৎসাহি কলি হইবে তাবত। নির্ভয়ে মানব সঙ্গে থাকিবে নিয়ত॥ যাবৎ এরামায়ণ পুরাণের সার। পৃথিবীতে ইহার না হইবে প্রচার॥ শ্রবণ কীর্ত্তনে এ অধ্যাত্ম রামায়ণ। সম্পূর্ণ ফলদ মুনি না যায় কথন॥ তথাপি কিঞ্চিৎ আমি কহিব মাহাত্ম্য। শিবোক্তি ইহাতে কর সমাধান চিত্ত॥ যদ্যপি করয়ে

পাঠ ভক্তি যুক্ত হয়্যে। পূর্ণ কিম্বা অর্দ্ধ শ্লোক অধ্যাত্ম লইয়ে॥ সকল পাতক হৈতে মুক্ত ততক্ষণ। কোন কালে কোন দুঃখে নহে সে ভাজন॥ অনন্য মনেতে যেবা পড়ে রামায়ণ। ভক্তি মান জীবন্মুক্ত হয় সেই জন॥ অর্চ্চনা করয়ে যেবা হয়্যে তদধীন। অশ্বমেধ ফল তার হয় দিনে দিন॥ দর্শন করয়ে যদি এই রামায়ণ। সঙ্কট হইতে মুক্ত হয় সেইক্ষণ॥ নমস্কার করিলে অধ্যাত্ম রামায়ণে। সর্ব্ব দেবার্চ্চন ফল হয় তার সনে॥ শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ লিখি যেই জন। রাম ভক্তে দেয় যদি তার পুণ্য শুন॥ অধীত ব্যাহৃতি বেদ সর্ব্ব শাস্ত্র মতে। যে ফল দুর্ল্লভ লোকে সে ফল তাহাতে॥ উপবাস করি যেবা একাদশী দিনে। ভক্তি ভাবে পাঠ করে এই রামায়ণে॥ তাহার ফলের কথা শুন তপোধন। প্রত্যক্ষর গায়ত্রী করি পুরশ্চরণ॥ যে ফল তাহাতে হয় মুনিবর মানি। অনায়াসে সেই ফল পায় সেই প্রাণী॥ শ্রীরাম নবমী দিনে ব্রত উপ-বাসে। জাগরণ করি রাত্রি একাগ্র মানসে॥ পাঠ বা শ্রবণ করে এই রামায়ণ। তাহার পুণ্যের ফল করহ শ্রবণ॥ কুরুক্ষেত্র আদি যত পুণ্য তীর্থ হয়। আপন সমান রত্ন তথা যদি দেয়॥ বিপ্র বেদব্যাসে দিলে যেই ফল পায়। সত্য২ বলি মুনি সে ফল তাহায়॥ মগ্ন মনে দিবা নিশি গায় রামায়ণ। অজ্ঞান ঘুচিয়া তার ত্রিদিবে গমন॥ অধ্যাত্ম যে জন পাঠ করে পুনঃ

পুন। তাহার সকল কর্ম্ম হয় বহু গুণ॥ শ্রীরাম হৃদয় পাঠ করে যেই জন॥ হনূমান প্রতি করি একাগ্র মনন॥ ত্রিপাঠে প্রত্যহ তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কহিলাম সার তত্ত্ব তোমারে নিশ্চয়॥ তুলসী অশ্বত্থ মূলে যদি কোন জন। শ্রীরাম হৃদয় পাঠ করে অনুক্ষণ॥ প্রদক্ষিণ প্রণাম করয়ে তার পর। ব্রহ্ম হত্যা আদি পাপে মুক্ত সে পামর॥ শঙ্কর জানেন সর্ব্ব রাম গীতা ফল। তাহার অর্দ্ধাংশ সীতা গিরিজা সকল॥ তাহার অর্দ্ধেক মুনি আমি মাত্র জানি। তোমাকে তাহার অর্দ্ধ কহি বীনাপাণি॥ রাম গীতা পঠন করয়ে যে যখন। চিত্ত শুদ্ধি সে লোকের হয় ততক্ষণ॥ রাম গীতা নাহি পারে যে পাপ নাশিতে। অদ্যাপি প্রকাশ তাহা নাহি পৃথিবীতে॥ মন্থন করেন রাম এই রামার্ণব। সুধা রূপ রাম গীতা তাহাতে উদ্ভব॥ লক্ষ্মণ খাইয়া এই রামামৃত ফল। অমরত্ব পাইলেন জীবন সফল॥ মানস করিয়া কার্ত্তবীর্য্য বধিবারে। ভার্গব যাইলা ধনু বিদ্যা শিখিবারে॥ মহেশ নিকট সে ভার্গব মহাশয়। রহিলা প্রযত্নে অতি করিয়া আশয়॥ পার্ব্বতীকে রাম গীতা কহেন শঙ্কর। ভার্গব শুনিলা তাহা হয়ে একান্তর॥ গ্রহণ করিযা তাহা সুপঠন করে। নারায়ণ কলা পরে সেই মুনি ধরে॥ ব্রহ্মহত্যা আদি পাপে নিষ্কৃতি হইতে। রাম গীতা মাস মাত্র পড় ভক্তি চিতে॥ দুষ্প্রতিগ্রহ দুর্ভোজ্য দুরালাপ সর্ব্ব।

রাম গীতা নাশ করে সকলের গর্ব্ব ॥ শালগ্রাম শিলা
গ্রেতে তুলসী নিকটে ॥ যদি কেহ এ অধ্যাত্ম রামায়ণ
পঠে ॥ তাহার ফলের কথা কি কব তোমায়। মনের
অগম্য তাহা কহনে না যায় ॥ রামগীতা করে পাঠ
পিতৃ শ্রাদ্ধ দিনে। অনায়াসে পিতা যান বিষ্ণুর চরণে ॥
নিরাহারে একাদশীদ্বাদশী দিবসে। পাঠ করে রামা-
য়ণ অশ্বত্থ মূলে বসে ॥ সাক্ষাৎ রাঘব সেই পূজ্য
সর্ব্ব দেবে। অতএব রাম সীতা তরি ভবার্ণবে ॥ বিনা
দানে ধ্যানে বিনা তীর্থাব গাহনে। অধিকন্তু ফল রাম
মাহাত্ম্য শ্রবণে ॥ অধিক কি কব মুনি শুন সে মাহাত্ম্য।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি ইতিহাস তত্ত্ব ॥ রামায়ণ কণা
মাত্র না হয় সমান। কহিলাম সুনিশ্চয় জানিলে
বিজ্ঞান ॥ শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ মাহাত্ম্য মঙ্গল। চতুর্ম্মুখ
কহিলেন নারদে সকল ॥ যে জন করয়ে পাঠ শ্রবণ
যে করে। বিষ্ণুর পরম পদে পূজিত অমরে ॥ মহেশ
ভাবিয়া সদা শ্রীরাম চরণ। বিরচিল মাহাত্ম্য অধ্যাত্ম
রামায়ণ ॥ দেব গুরু ব্রাহ্মণেরে করিয়া প্রণাম। আদি
কাণ্ডে একষষ্টি কবিতা সুঠাম ॥ পয়ার প্রবন্ধে ইহা
করিল রচন। ভবার্ণবে হবে মুক্ত বুঝে যেই জন ॥

———

হনূমানের প্রতি সীতার উপদেশ এবং শ্রীরাম হৃদয় কথন।

সনকে কহেন সুত করহ শ্রবণ। নারদ কহেন যাহা ব্রহ্মার কথন ॥ হর গৌরী সম্ভাষণে প্রসঙ্গ পুরাণ ॥ পঠন শ্রবণে হয় মোক্ষ সমাধান ॥ পৃথিবীর ভার নাশ করিতে যখনি। সর্ব্ব দেব প্রার্থনা করিলা চিন্তামণি ॥ আপনি জন্মেন বিভূ পৃথিবী ভিতরে। রবি কুলে মা-য়াতে মনুষ্য রূপ ধরে ॥ রাক্ষস মণ্ডল সর্ব্ব করিয়া সংহার। পুনরপি আদি ব্রহ্মে স্থিতি হয় যাঁর ॥ প্রকা-শিয়া পৃথিবীতে পাপ হারি কীর্ত্তি। সে জানকী পতি পদে মম স্তুতি ভক্তি ॥ বিশ্বের উদ্ভব স্থিতি লয় হেতু যিনি। মায়াতে আশ্রিত হয়্যে বীত মায়া তিনি ॥ অচিন্ত্য স্বরূপ তাঁর চিন্তা নাহি হয়। নির্ম্মল আনন্দ শান্ত নিজ বোধ ময় ॥ প্রকাশ হয়েন যিনি সীতাপতি হয়্যে। প্রণাম সে পরমাত্মে বচন হৃদয়ে ॥ যে জন করয়ে পাঠ নিত্য এক মনে। শ্রবণ কীর্ত্তন করে এই রামায়ণে ॥ শুভকারি রামায়ণ পুরাণ সম্মত। পাপের করয়ে নাশ নিতান্ত নিয়ত ॥ সংসার তরঙ্গে যদি হইবে বিমুক্ত। শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ পড় নিত্য নিত্য ॥ কোটি২ গাভী দান ফল যদি চাহ। নিত্য২ রামায়ণ শ্রবণ করহ ॥ গিরীশ গিরি হইতে উদ্ভব হইয়া। শ্রীরাম সাগরে তাহা আছে মিশাইয়া ॥ অধ্যাত্ম রাম গঙ্গায় শুদ্ধ ত্রিভুবন। পুণ্যবান হয় যেবা করয়ে

শ্রবণ॥ সূর্য্যসম দীপ্তিমান কৈলাস শিখরে। নির্ম্মল অরুণ আভা মন্দির মাঝারে॥ রত্ন সিংহাসনে বসি ধ্যান নিষ্ঠ হয়্যে। আছিলেন ত্রিনয়না ভয়দাতা হয়ে॥ সিদ্ধ সবে সেবা করে মনের মানসে। পরম উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ তাহাতে প্রকাশে॥ বামাঙ্গেতে আছেন বসিয়া মহামায়া। শিখর তনয়া ভক্তি নম্রতা হইয়া॥ পার্ব্বতী হইয়া নম্রা মধুর বচনে। জিজ্ঞাসেন মহাদেবে প্রফুল্ল বদনে॥ সর্ব্বব্যাপী তুমি নাথ প্রণাম তোমায়। পরমেশ সর্ব্বজ্ঞাতা প্রভু দয়াময়॥ শ্রীপুরুষোত্তম তত্ত্ব জিজ্ঞাসি তোমারে। সনাতন তুমি সনাতন বল যাঁরে॥ মহা অনুভাবা নাহি রাখে গোপনেতে। গোপনীয় যদি হয় ভক্তের সাক্ষাতে॥ তথাপি আমিও হই তোমার প্রেয়সি। তোমার পরম ভক্ত বল যা জিজ্ঞাসি॥ জ্ঞান ও বিজ্ঞান যুক্ত আত্ম ভক্তি সর্ব্ব। বৈরাগ্য সহিত তাহে আর যত ভাব্য॥ স্ত্রী জাতি যদি বা আমি বুঝিতে পারিব। যথা তথা বল প্রভু যে যাতে তরিব॥ জিজ্ঞাসি তোমারে নাথ অপর রহস্য। কৃপা করি কহ প্রভু ত্যজি উপহাস্য॥ কমল লোচন রামে সর্ব্ব তত্ত্ব সার। যে রূপে প্রসিদ্ধ ভক্তি হয় ভুজনার॥ প্রসিদ্ধা সুভক্তি হয় মোক্ষের কারণ। যাহার অধিক আর নাহিক সাধন॥ বিভেদ করয়ে যাতে সংশয় বন্ধন। এমত নির্ম্মল কথা কহ ভগবন॥ পরমেশ আদ্য রামে কখন বা কহ। মায়া ব্যতিরিক্ত কভু গুণ সম্প্রবাহ॥

অহর্নিশ ভজে যাঁরে প্রমত্ত হৃদয়ে। পরম পদেতে রয় সবে সিদ্ধ হয়ে॥ কেহ কেহ কহে রামে পরম উৎকৃষ্ট। স্বয়ং আপনি মায়া মানসে বিশিষ্ট॥ আপনি জানেন কি না পরমাত্ম সার। সর্ব্বত্র ব্যাপিত কেহ পর নাহি তাঁর॥ যে রূপ বেদেতে তাঁর করে নিরূপণ। পরমাত্ম তত্ত্ব তিনি সকল কারণ॥ স্বচ্চিত আনন্দ রূপ জানিয়া আপনে। কি রূপে করেন খেদ সীতার হরণে॥ আপনি হইয়া সর্ব্ব সেব্য কারু নয়। জীবেরে মোহিত করে সেবা কিসে লয়॥ কৃপা করি কহ দেব উত্তর ইহার। যাহাতে সংশয় নাশ হইবে আমার॥ মহেশ কহেন তবে মহেশ্বরী প্রতি। মন দিয়া শুন সর্ব্ব কহি আমি সতি॥ ধন্য তুমি ভক্তিমতী পরমাপ্রকৃতি। শ্রীরামের তত্ত্ব তব জানিবারে মতি॥ পুরাণ প্রবন্ধে আমি কহিব তোমারে। নিগূঢ় পরম তত্ত্ব শুদ্ধ যোগ সারে॥ তুমি আদি ভক্তা তাই কহি হে তোমারে। রঘু পতি প্রণাম করিয়া বারে বারে॥ প্রকৃতির আদি পরমাত্মা হন রাম। অনাদি অনন্ত বিভূ পুরুষ প্রধান॥ মায়াতে করিয়া এই জগৎ সৃজন। আকাশ রূপেতে বাহ্য অন্তরে থাকেন। সকল অন্তরে গূঢ় আত্মারূপ হন। কল্পিত মায়াতে করি জগৎ সৃজন॥ চুম্বক নিকটে যথা লৌহ আকর্ষিত। ত্রিলোক যাঁহারে সদা করয়ে বেষ্টিত॥ এক মাত্র হন তিনি ব্যাপ্ত চরাচর। পরম কারণ সর্ব্ব অন্তর অন্তর॥ অজ্ঞানের বশ সদা যেই জন হয়।

অবিজ্ঞ হইয়া ইথে সদা সেই রয়॥ শুদ্ধ বুদ্ধি পরমাত্মা অচল উপরে। অজ্ঞানী সকল মায়া আরোপণ করে॥ গলেতে রাখিয়া হার না দেখি বিশেষে। অন্যত্র করয়ে চেষ্টা পাইবার আশে॥ আকাশ পথেতে যথা রবির কিরণ। কদাচিত নাহি তাহা হয় দরশন॥ সেই রূপ পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিত। মূঢ় দৃষ্টি লোকে তাহা না হয় লক্ষিত॥ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ময় শ্রীরঘুনন্দনে। অবিদ্যা নাহিক রয় সেই পরাত্মনে॥ চক্ষের ভ্রমেতে যথা গৃহাদিক ঘোরে। ভ্রম দৃষ্টে সেই রূপ ব্রহ্মকে নেহারে॥ দেহাদি ইন্দ্রিয় কর্ত্তা সদা হয় মন। বিমুক্ত সে পরমাত্মা করিয়া সৃজন॥ অহো রাত্রি সবিতার যেই রূপ হয়। সুপ্রকাশ রূপে ব্যভিচার কভু নয়॥ অতএব শুদ্ধ সচৈতন্য হর রামে। জ্ঞান বা অজ্ঞান দুয়ে নাহি রাখ ভ্রমে॥ এ কারণ পরানন্দ ময় রঘূত্তম। বিজ্ঞান স্বরূপ তাঁর নাহি কভু তম॥ অজ্ঞানের সাক্ষী সর্ব্ব ভূতের ভাবন। মায়ার আশ্রিত নন মোহের কারণ॥ অতএব কহি শুন রহস্য দুর্ল্লভ॥ সীতা রাম হনূমানে কপির পুঙ্গব॥ যাহার সম্বাদ হয় মোক্ষের সাধন। শ্রবণে যতেক ফল না যায় কথন॥ পুরা রামায়ণে রাম হয়ে অবতার। দশাননে সবংশেতে করিয়া সংহার॥ দেবাদিকণ্টক সেই দুর্ম্মতি রাবণ। সবল বাহনে তারে করিয়া নিধন॥ সীতার সহিত রাম সুগ্রীব লক্ষ্মণ। হনূমান আদি যত ছিল কপি

গণ॥ অযোধ্যায় আসি যবে হন অভিষিক্ত। বশিষ্ঠাদি মহামুনি সকলে সংযুক্ত॥ কোটি সূর্য্য সম প্রভা বসি সিংহাসনে। যোড় করে হনূমান স্থিত ভক্তি মনে॥ শ্রীরাম দেখিয়া তাহা কহেন সদয়ে। মহামতি হনূমানে জ্ঞান দানাশয়ে॥ অসাধ্য করেছে কর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা রহিত। জ্ঞানের উপেক্ষা করে হনু মহা মত॥ শ্রীরাম কহেন সীতা বল তত্ত্ব কথা। নিষ্পাপী পবন পুত্রে হয়্যে ভক্তি যুতা॥ জানকী কহেন তবে রাম তত্ত্ব কথা। হনূমতে দয়া করি বিমোহিনী সীতা॥ জানকী কহেন শুন পবন তনয়। শ্রীরাম পরম ব্রহ্ম চিদানন্দাব্যয়॥ উপাধি রহিত তিনি সত্ত্ব মাত্র হন। মন অগোচর কভু বাক্যে ব্যক্ত নন॥ আনন্দ নির্ম্মল শান্ত নির্ব্বিকার তিনি। নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা জানি॥ সূর্য্যের সমান তিনি নিজে দীপ্তমান। অকলঙ্ক শশি সম নিষ্পাপ নিধান॥ আমি কি পদার্থ তাহা শুনহ মহাত্মা। চিৎব্রহ্ম প্রতি বিম্ব শক্তি ত্রিগুণাত্মা॥ সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ আমি হই। তাঁহাতে থাকিয়া তাঁকে অন্তরেতে লই॥ তাঁহার মনন তেজ যখন উদয়। তখন সকল সৃষ্টি আমা হতে হয়॥ তাঁহার অনন্ত তেজ তাঁর সন্নিধান। সৃষ্টি করি আমি তিনি আরোপিত নন॥ অযোধ্যা নগরে জন্ম শুদ্ধ রঘুকুলে। হইলাম রামরূপ সীতা সহ মিলে॥

বিশ্বামিত্র সহায়েতে যজ্ঞ রক্ষা করি। অহল্যার পাপ সর্ব্ব অনায়াসে হরি॥ মহাদেব মহেশের ধনুর্ভঙ্গ করি। মম কৃত রাম সঙ্গে পাণিগ্রহ করি॥ খর্ব্ব করি ভার্গবের গর্ব্ব সুপ্রখর। অযোধ্যায় করি বাস দ্বাদশ বৎসর॥ পিতার আজ্ঞায় পরে আমি যাই বনে। বধ করি বিরাধে সে গন্ধর্ব্ব রাজনে॥ মায়া মৃগ মারীচের মৃত্যু আমা হতে। ছায়া সীতা হরণ হইল সেই মতে॥ মোক্ষ দিয়া জটায়ুকে কবন্ধ তৎপরে। সবরীর পূজা লই মিত্র কপীশ্বরে॥ বালিরে করিয়া বধ সীতা অন্বেষণ। সমুদ্র বন্ধনে করি লঙ্কায় গমন॥ সবংশে দুরাত্মা রাজা দশাননে বধি। বিভীষণে রাজ্য দিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সাধি॥ রাম সনে পুষ্পরথে করি আরোহণ। অযোধ্যায় আসি রাজা হলেম এখন॥ আমিহ করেছি হনু এই সর্ব্ব কর্ম্ম। আরোপণ করে রামে নাহি জানি মর্ম্ম॥ নির্ব্বিকার অখিলের আত্মা হন তিনি। তাঁহাতে না আরোপণ করে কভু জ্ঞানী॥ না করেন গতি রাম স্থিতি নাহি হন। বাঞ্ছা কিম্বা চিন্তা তাঁর নাহি কদাচন॥ তাঁহার নাহিক হয় কোন বস্তু ত্যজ্য। না করিতে হয় তাঁরে কোন কর্ম্ম সহ্য॥ চিদানন্দ মূর্ত্তি তাঁর অচল বিধান। পরিণাম হীন তিনি বশ মায়া গুণ॥ শ্রীরাম কহেন তবে সবা বিদ্যমান। শ্রবণ করহ হনু কহি তত্ত্ব জ্ঞান॥ অনাত্মা আত্মা পরাত্মা যাঁরে সবে কয়। দেহ জীব পরমাত্মা তিন তাহা হয়॥ আকাশ প্রভেদে যথা

তিন রূপ হয়। জলাশয়ে যে আকাশ মহাকাশ হয়॥
জল মধ্যে প্রতিবিম্ব নভ এক কয়। এই তিন আকাশ
যেমন দৃশ্য হয়॥ বুদ্ধিবিশিষ্ট যিনি চৈতন্য তাঁরে
কয়। জ্ঞান বুদ্ধি এই তিন এক পূর্ণ ময॥ আভাষ
পরম বিম্ব ভূতে চিতি তিন। বৃদ্ধি বৃত্তি কর্ত্তা সেই
আভাষ প্রবীণ॥ নিশ্চিতে নিশ্চিত জ্ঞান বিপরীতে
ভ্রম। প্রত্যক্ষ তথাপি জীবে আরোপে সে ভ্রম॥ এমত
আভাষ তারে মিথ্যা বুদ্ধি বলি। অবিদ্যার কার্য্য সেই
অজ্ঞান পুতুলি॥ অতএব ব্রহ্ম তিনি অবিচ্ছিন্ন হন।
বিচ্ছেদেতে বিকল্পিত তাহা তিনি নন॥ অবিচ্ছিন্ন
পূর্ণ এক তিনি দৃশ্যমান। তত্ত্ব মসি বাক্যে সেই চিদা-
ভাষ জ্ঞান॥ মহা বাক্যে এক জ্ঞান আত্মা প্রতি হলে।
অবিদ্যা স্বকার্য্য নষ্ট হয় তার ফলে॥ তত্ত্ব মসি এই
পদে মহা বাক্য হয়। ব্রহ্ম জীব এক জ্ঞান ইহাতে
নিশ্চয়॥ এরূপ হইলে জ্ঞান মম ভক্ত হয়। পরম
উৎকৃষ্ট ভক্তি তাহাতে উদয়॥ আমার ভক্তিতে যেবা
হয়েছে বিমুখা। নানা বিধ শাস্ত্র তার যদি হয় দেখা॥
তথাপি না হয় কভু জ্ঞানের উদয়। শত২ জন্মে তার
মোক্ষ নাহি হয়॥ মম আত্ম তত্ত্ব কথা শুন এই সার।
কহিলাম স্থির আমি নিকটে তোমার॥ ইন্দ্রের রাজত্ব
হতে শ্রেষ্ঠ ইহা হয়। মম ভক্তি হীন জনে কভু দেয়া নয়॥
শ্রীরাম হৃদয় কহিলাম হে পার্ব্বতি। পাপের শোধন
হৃদি শুদ্ধ গুহ্য অতি॥ সাক্ষাৎ শ্রীমুখে রাম আপনি

কহেন। সকল বেদান্ত সার করিয়া গ্রহণ॥ ভক্তিযুক্ত হয়ে যেবা করয়ে পঠন। নিশ্চয় সে মুক্ত জীব গৌরী তুমি শুন॥ ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ বহু জন্ম করে। শ্রীরামের বাক্য ইহা সকলি সংহরে॥ মহা পাপী জাতি ভ্রষ্ট পর দারা ভোগী। পিতা মাতা বধ কারী ব্রহ্মঘ্নেতে যোগী॥ যোগিগণ অপকার করে হৃষ্ট মনে। এমন যে মহা পাপী পায় পরিত্রাণে॥ শ্রীরামে করিয়া পূজা রাম হৃদি পরে। মুক্ত হয়ে ব্রহ্ম পায় নিষ্পাপ শরীরে॥ যোগীন্দ্র দুর্লভ পদ রাম ভক্তি পায়। সর্ব্ব দেবে পূজ্যমান ব্রহ্মেতে মিশায়॥ ইতি শ্রীশ্রীমদ-ধ্যাত্ম রামায়ণ সার। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইহা আছয়ে বিস্তার॥ উমা মহেশ্বরে এই শুভ উপাখ্যান। আদি কাণ্ডে প্রাথমিক অধ্যায় ব্যাখ্যান॥ দ্বিজ শ্রীমহেশ করি শ্রীরাম ভজনা। পয়ার প্রবন্ধে ইহা করিয়া রচনা॥ সুহৃদ আত্মীয়গণে করে নিবেদন। ভক্তি যুক্ত হয়ে সবে করিবে শ্রবণ॥ অতুল ঐশ্বর্য্য হবে বিভব বিস্তর। দুষ্পার সাগরে আর নাহি কোন ডর॥

আদিকাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিষ্ণুর জন্ম গ্রহণ অঙ্গীকার।

পার্ব্বতী কহেন আমি ধন্য২ হর। কৃত কৃত্য হইলাম কৃপাতে শঙ্কর॥ যে সব সন্দেহ মম এত দিন ছিল। তোমার কৃপায় অদ্য বিচ্ছিন্ন হইল॥ অমৃত

ভাণ্ডার হয় রাম তত্ত্ব সার। নির্গত হইল ইহা তব মুখে হর॥ যতেক তাহারে দেব করিহে গ্রহণ। তৃপ্ত নাহি হয় দেখি কভু মম মনঃ। শ্রীরামের তত্ত্ব কথা সংক্ষেপে শুনেছি। বিস্তারে শুনিতে এবে বাঞ্ছিত হয়েছি॥ ঈশ্বর কহেন তবে শুন দেবি বলি। নিগূঢ় সে গূঢ় তর মহত সকলি॥ আমারে কহেন রাম পূর্ব্বেতে সকলি। অধ্যাত্ম রাম চরিত্র তাহা এবে বলি॥ কহিব তোমারে এবে শুন দিয়া মনঃ। ত্রিতাপ করিবে নাশ পাপ বিমোচন॥ শ্রবণে জীবের হবে জ্ঞানের উদয়। মুক্ত হবে ইথে জীব মহা পাপ ভয়॥ পাইবে পরম ঋদ্ধি দীর্ঘায়ু সুফল। দীর্ঘায়ু সহিত পুত্র সন্ততি সকল॥

পৃথিবী হইয়া ভারি মগ্ন অতি তাপে। দশানন আদি সর্ব্ব রাক্ষসের পাপে॥ ধারণ করিলা ক্ষিতি গাভীর আকার। দেবগণ মুনি সর্ব্বে সঙ্গে চলে তাঁর॥ ব্রহ্মার নিকটে সবে হয়্যে উপনীত। রোদন করেন সবে চিত্ত বিলাপিত॥ জিজ্ঞাসিয়া ব্রহ্মা সবে ইহার কারণে। সকল জানিল ব্রহ্মা মুহূর্ত্তেক ধ্যানে॥ বেদ মতে আত্ম ধ্যানে হয়ে ব্রহ্মা রত। ক্ষীরোদ সাগরে সবে হন উপনীত॥ অখিল লোকের জন্য চিন্তিত হইয়া। আরম্ভিলা স্তুতি ব্রহ্মা অন্যেরে লইয়া॥ শ্রুতি সিদ্ধ সুনির্ম্মল পদে স্তব করি। পুরাণ প্রবন্ধে

ছন্দে সর্ব্বক্লেশহরি॥ ভক্তির নীরেতে সবে করে মগ্ন মনঃ। প্রেমানন্দে গদ গদ করেন স্তবন॥ কোটি সূর্য্য সম প্রভা আবিরাশিঙ্গরি। পূর্ব্ব দিগে বিরাজিত তিমি নাশ করি॥ পুলকে পূর্ণিত ব্রহ্মা করেন দর্শন। ইন্দ্রনীল প্রতি কাশ প্রফুল্ল বদন॥ কমল লোচন হরি মদন মোহন। দীপ্তিমান সুকিরীট মস্তক ভূষণ॥ মণি ময় হার গলে নূপুর চরণে। কিঙ্কিনি কটিতে শোভে কুণ্ডল শ্রীকর্ণে॥ কৌস্তুভ করয়ে প্রভা মণি কণ্ঠ দেশে। সম্পূর্ণ শ্রীতাঁর শ্রীঅঙ্গেতে সুপ্রকাশে॥ সনকাদি মহা ঋষি করেন স্তবন। দেব ঋষি সিদ্ধগণে ঘেরি নারায়ণ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বন মালাঙ্কিত। পীতাম্বর ধারী স্বর্ণ যজ্ঞ উপবীত॥ লক্ষ্মী সহ নারায়ণ গরুড় উপরে। হর্ষে গদ গদ ব্রহ্মা ব্রহ্মে স্তব করে॥ প্রণাম তোমার পদে দেব নারায়ণ। প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সহিত সর্ব্বক্ষণ॥ যে চিন্তায় কর্ম্ম পাশে নিত্য মুক্ত হয়। মুমুক্ষু হইয়া জীব লীন হয়ে রয়॥ মায়াগুণ ধারণেতে সৃষ্টি স্থিতি নাশ। জগৎ হইলে লোপ নাহি তব নাশ॥ আনন্দানুভব আত্মা হয়ে তুমি রও। যে রূপ ভজিলে চিত্ত নির্ম্মল করাও॥ এই শুদ্ধ আত্মা রূপ ভাবে যেই জন। বিশুদ্ধিত্ব পায় সেই তেজস্বী বিজ্ঞান॥ দানাধ্যায়ী সুকর্ম্মি শুদ্ধাত্ম দরশনে। অনায়াশে তব পদ পায় সুভা জনে॥ উদয় না হয় কভু চিত্ত দোষ পুনঃ। চিদানন্দা ভাষ হৃদে হয়

নিত্য জ্ঞান॥ মুনিগণে এই রূপ যোগেতে ধরেন। চিদানন্দ রূপ তব ব্রহ্মাদি মনন॥ পূর্ব্বেতে সেবার যোগ্য হয়ে তেকারণ। পাইয়াছি সৃষ্টি ভার ভজে শ্রীচরণ॥ পূর্ব্বেতে করেছি সবে ও পদ সেবন অধুনা পূরাও আশা হে মধু সূদন॥ অদেখার পায় দেখা সেই ভজনায়। একারণ জ্ঞানী হৃদে ভাবয়ে তোমায়॥ তোমার প্রসাদি পুষ্প তুলসীর মালা। লক্ষ্মীর সপত্নী সম দর্পেতে প্রবলা॥ অতএব যে তোমার পদে ভক্তি মান। শ্রীঅধিক ভক্ত সেই পরম বিজ্ঞান॥ ভক্তির প্রয়াস করি তব ভক্তি সার। তোমার চরণে ভক্তি থাকুক আমার॥ সংসার রোগেতে যারে করয়ে ধারণ। ঔষধ তোমার ভক্তি মুক্তির কারণ॥ ব্রহ্মার শুনিয়া স্তব ভগবান হরি। সাদরে কহেন বিষ্ণু বল কিবা করি॥ ভগবন রাবণ নামে বিশ্রবা তনয়। রাক্ষসের অধিপতি দর্পী অতি শয়॥ মমদত্ত বরে অতি দর্পী হইয়াছে। ত্রিলোক সে লোক পাল বিশ্বেরে বাধিছে॥ কল্পিত তব মায়ায় কল্পনা হয়েছে। মনুষ্যের হাতে মৃত্যু স্বকর্ম্মে ঘটেছে॥ অতএব তুমি প্রভু হয়ে নরাকার। ত্রিলোক কণ্টক দৈত্যে করহ সংহার॥ শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য হরি নারায়ণ। ব্রহ্মারে কহেন তবে শুন দিয়া মন॥ কশ্যপেরে বর আমি পূর্ব্বেতে দিয়াছি। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট যদা হইয়াছি॥ পুত্র ভাবে আমারে সে

যাচঞা করিল। মম অঙ্গীকার ব্রহ্মা তাহাতে হইল॥ কশ্যপের জন্ম এবে ভূতলে হইল। দশরথ নাম তার বিখ্যাত মণ্ডল॥ তাহার হইব পুত্র কৌশল্যা উদরে। জন্মিবে আমার আত্মা চারি সহোদরে॥ জনক গৃহেতে জন্ম লবে যোগ মায়া। সীতা নামে সুবিখ্যাতা হইবেন প্রিয়া॥ সকল সম্পন্ন আমি করি তাঁহা সনে। আর না পাইবে ক্লেশ স্থির হও মনে॥ এতেক কহিয়া ব্রহ্মে ব্রহ্ম অন্তর্দ্ধান। দেবতার প্রতি ব্রহ্মা কহেন তখন॥ নরাবতার বিষ্ণু হবেন রঘুকুলে। তোমরা বানর দেহ লওগে ভূতলে॥ উপযুক্ত দেহ সর্ব্বে করগে ধারণ। যেরূপ বিষ্ণুর কার্য্য হইবে সাধন॥ সহায়তা সকলে করিবে সর্ব্বক্ষণ। যদবধি ভূতলেতে স্থিত নারায়ণ॥ দেবতা সকলে এই আদেশ করিয়া। মেদিনীরে তদন্তর সুবিশ্বাস দিয়া॥ সাক্ষাতে শুনিলে পৃথ্বি এই সর্ব্ব কথা। আর না পাইবে তুমি মনে কোন ব্যথা॥ আপন ভবনে ব্রহ্মা করেন গমন। বিজ্বর হইয়া স্থিতি হন তৎক্ষণ॥

লঘুত্রিপদী। দেবতা সকলে, আসিয়া ভূতলে, বানরের রূপ ধরি। রহে স্থানে স্থানে, সহায় কারণে, নিরীক্ষণ করি হরি॥ মহা বল হরি, বৃক্ষ গিরিধারী, ব্যগ্রতা হইয়া সবে। কবে ভগবান, ঈশ্বর প্রধান, সঙ্গেতে যুঝিতে যাবে॥ পয়ার।

ইতি শ্রীশ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণ সার। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে

ইহা আছয়ে প্রচার॥ উমা মহেশ্বরে ইহা সম্বাদ নিশ্চয়। আদি কাণ্ডীয় প্রস্তাব দ্বিতীয় অধ্যায়॥ মহেশ ভাবিয়া সদা চিদানন্দ সার। সুহৃদ সজ্জন জন্য করিল প্রচার॥

আদিকাণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়।

ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন ও শ্রীরামের জন্ম ও কৌশল্যার স্তব। এবং শ্রীরামের ব্যবহার।

ঈশ্বর কহেন এবে শুনহ পার্ব্বতি। শ্রীরামের জন্ম কথা কহিব সম্প্রতি॥ সূর্য্য বংশে ছিলা রাজা দিলীপ নামত। ছিলেন তাঁহার পৌত্র অজ নামে শ্রুত॥ তাঁহার বংশেতে জন্মে হয় মেধ রাজা। তুলনা কি দিব শত ইন্দ্র সম তেজা॥ তাঁহার জন্মিল পুত্র দশ-রথ নাম। শ্রীমান যথার্থবাদী অতি পরাক্রম॥ অযোধ্যার অধি পতি রণে মহা বীর। বিখ্যাত যশস্বী তেঁহ গুণে অতিধীর॥ দুঃখেতে পীড়িত রাজা পুত্র নাহি হয়। গুরুর নিকটে গিয়া কাতরে দণ্ডায়॥ বন্দিয়া শ্রীগুরু পদ বশিষ্ঠ চরণ। প্রণমিয়া কন বাণী সজল নয়ন॥ কি রূপে পাইব পুত্র বল হে ব্রহ্মণ। সকল লক্ষণ যুক্ত হইবে নন্দন॥ পুত্র হীন রাজ্যে প্রভু সর্ব্ব দুঃখ দেখি। অন্তর ব্যাকুল সদা মন নহে সুখী॥ বংশ না রহিলে লোক আধুনিক কয়। শুনেছি শ্রুতিতে ইহা ওহে দয়া ময়॥ বিফল সকল

ধন অপুত্র হইলে। বিফল সকল কুল পুত্র না রহিলে॥ অপুত্র হইলে অধোগতি হয় নর। এই কালে নাহি জানে শুশ্রূষা পামর॥ যাহার দেহেতে নাই পুত্রের উদ্ভব। ধিক তার জন্ম কর্ম্ম দেহাদি বিভব॥ নিরাশা পিতরো সর্ব্ব হন নিত্য২। বংশেতে নাহিক যদি রহে এক পুত্র॥ শুনিয়া রাজার বাক্য বশিষ্ট কহেন। জন্মিবে তোমার পুত্র শুনহ রাজন॥ লোক পাল তুল্য হবে পুত্র চারি জন। সত্যেতে সম্পন্ন হবে তোমার নন্দন॥ শান্তা স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গ মহা তপোধন। আনহ তাহারে রাজা করিয়া যতন॥ আমরা তাঁহার সহ যজ্ঞ আরম্ভিব। অবশ্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞে সফল হইব॥ পূর্ব্ব কালে এক বার অনা বৃষ্টি হয়। অরুণ উত্তাপে প্রজা ব্যাকুল হৃদয়॥ লোম পাদ মহা রাজ আনিলেন তারে। অনাবৃষ্টি নিবর্ত্ত হইল যজ্ঞ করে॥ শান্তা কন্যা দিলা তাঁরে দক্ষিণা কারণ। সন্তুষ্ট হইয়া অতি শুনহ রাজন॥ এতেক শুনিয়া তবে যোড় করি হাত। সম্ভ্রমে কহেন কথা অযোধ্যার নাথ॥ কেবা সেই ঋষ্যশৃঙ্গ কাহার নন্দন। কি রূপ প্রভাব তাঁর বল তপোধন॥ ভূপে সম্বো- ধিয়া মুনি কহেন সাদরে। ব্রহ্ম ঋষি বিভাণ্ডক আত্ম চিন্তা করে॥ উর্ব্বশী দেখিয়া বীর্য্য হইল পতন। জল মধ্যে সেই রেত রহে ততক্ষণ॥ অমোঘ মুনির বীর্য্য প্রজাপতি জ্যোতি। শুনহ যে রূপে পুত্র হইল

উৎপত্তি॥ তপস্যায় সে দেবর্ষি ছিলেন বসিয়া। কশ্যপের মহা হ্রদে যোগে মন দিয়া॥ দীর্ঘ কাল পরি শ্রান্ত যোগে দিয়া মন। মিলিতাক্ষী উর্ব্বশীরে করে নিরীক্ষণ॥ তাহাতে তাঁহার রেত হইল পতন। বনের তৃষিতা মৃগী করিল ভক্ষণ॥ বারিতে পড়িল রেত বারি সহ খায়। অমোঘ ঋষির রেতে মৃগি গুর্ব্বী তায়॥ ত্রিলোকের কর্ত্তা ব্রহ্মা করিলা সৃজন। দেব কন্যা মৃগী সেই শুনহ রাজন॥ মুনির অগ্রেতে পুত্র প্রসব হইল। ত্যজিয়া আপন দেহ স্বর্গে মৃগী গেল॥ অমর ঋষির পুত্র দেবতা নির্ম্মিত। মহা ঋষি মৃগী অংশে হইলা উদিত॥ পিতৃ অংশে ঋষি তিনি মাতৃ অংশে শৃঙ্গ। এরূপে হইল তাঁর নাম ঋষ্য শৃঙ্গ॥ তপোনিষ্ঠ মহা ঋষি বনে বর্দ্ধমান। জন্মাবধি মহা-জ্ঞানি তেজস্বী বিদ্বান॥ বনেতে হইয়া জন্ম বন পশু হতে। লোকের সমাজ তেঁহ না দেখে পূর্ব্বেতে॥ পিতা বিনা অন্য জন না দেখে কখন। এ কারণ ব্রহ্ম চর্য্যে সদা তাঁর মন॥ অতএব তব সখা পূর্ব্বে মহামতে। বিফল দেখিয়া যজ্ঞ প্রজার রক্ষাতে॥ করিলা যে সর্ব্ব যজ্ঞ ব্রাহ্মণ কহিল। বিফল দেখিয়া তাহা ব্রাহ্মণে ত্যজিল॥ পুরোহিতে জিজ্ঞাসা যে করিলা রাজন। রাজ্যের মঙ্গল যাতে বরিষে জীবন॥ নব বর্ষ রাজ্যে নাহি হইল বর্ষণ। ইহার উপায় বল কি করি এখন॥ প্রজার যে রূপ কষ্ট অধিক পীড়ন।

প্রতীকার না হইলে বিফল জীবন॥ ব্রাহ্মণাদি প্রজা সর্ব্বে মহাকষ্ট পায়। করিলাম বহু যজ্ঞ বৃষ্টি নাহি হয়॥ না করেন ইন্দ্র দয়া আমা অভাজনে। প্রজার এতেক কষ্ট সহ্য নহে মনে॥ অতএব নিবেদন শুহে দয়া ময়। যে রূপে বরিষে বৃষ্টি বল সে উপায়॥ সুশতানি মুনিবর তথা অধিষ্ঠান। সাদরে কহেন রাজা কর অবধান॥ ব্রাহ্মণ তোমার রাজ্যে বলহ নিষ্কৃতি। তেকারণে হইয়াছে তব কোপ মতি। ঋষ্য শৃঙ্গ মুনিবরে আনহ ভূপতি। যাহার প্রতাপে বৃষ্টি হইবে সম্প্রতি॥ বাল্যাবধি অবিজ্ঞ সে নারী নাহি দেখে। বিষয়ে পরম যোগী দেখিবে প্রত্যক্ষে॥ হইবে মানস পূর্ণ তাঁহার যজ্ঞেতে। প্রচুর হইবে বৃষ্টি শঙ্কা নাহি তাতে॥ অবিশ্বাস ব্রাহ্মণেরে আর না রহিবে। ঘুচিবে সকল কষ্ট বিভব বাড়িবে॥ এতেক শুনিয়া রাজা মন করি স্থির। ব্রাহ্মণ নিকটে চলে হইয়া সুধীর॥ রাজ আগমন দেখি প্রজা হরষিত। আজ্ঞা মাত্রে মন্ত্রী সর্ব্ব আইলা ত্বরিত॥ কি রূপে আনিবে ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধনে। মন্ত্রণা করয়ে রাজা পাত্র মিত্র স[illegible] রাজা বলে সবে যাও পাত্র মিত্রগণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সর্ব্ব শাস্ত্র বেত্তাগণ॥ মন্ত্রী বলে শুন রাজা কর্ম্ম নিবেদন। ইহাতে না হবে দেখি কার্য্যের সাধন॥ [illegible] শাস্ত্রে জিনে তাঁরে কাহার শকতি। [illegible] পারক সেই ঋষি মহামতি॥ বুদ্ধিমতী নারী

এক দেহ পাঠাইয়া। লোভেতে মোহিত করো আনে ভুলাইয়া॥ শুনিয়া মন্ত্রীর বাক্য ভূপতি তখন। সম্মত হইলা তাহে স্থির করি মন॥ সুকুমারী নারী এক আ-নিয়া ভূপতি। ঋষি পুত্রে আনিবারে দিলা অনুমতি॥ রাজ্যের সকল কষ্ট করিতে মোচন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি-বরে কর আনয়ন॥ লোভে মুগ্ধ করি যদি আন ঋষি সুত। পাইবে ইহাতে তুমি পরম পীরিত॥ স্বভাবে যোষিত ভীত আর ধর্ম্ম লোপে। রাজ সন্নি-ধানে ভীত মহাভীত কোপে॥ রাজার নিকটে কহে হইয়া কম্পিত। আনিতে পারি হে প্রভু সেই ঋষি সুত॥ আয়োজন যদি হয় মম মনো নীত। আর না হইতে হবে ইহাতে চিন্তিত॥ আমার মানস কর্ম্মে দেহ অনুমতি। আনিব সে ঋষি পুত্রে শুন মহামতি॥ নৌকার উপরে কর বৃক্ষ আরোপণ। মিষ্টঅন্ন ফল ফুল তাহাতে যোজন॥ সুগন্ধ রসাল সর্ব্ব দ্রব্য দেহ সাতে। মধুর সুমিষ্ট রস পূর্ণিত তাহাতে॥ এই রূপ দ্রব্য সর্ব্ব করি আয়োজন। সুশোভিত দ্রব্যে তরী করিয়া সা-জন॥ পরমারূপসী কন্যা করিয়া সাজন। ঋষ্যশৃঙ্গে আনিবারে পাঠান রাজন॥ কশ্যপের বনে কন্যা হয়ে উপনীতা। রাখিল তরণী তথা অতি সুশোভিতা॥ কৃত্রিম কলেতে বৃক্ষ অতি মনোনীত। বনের নিকটে রাখে তরণী সহিত॥ ঋষি পুত্রে গিয়া বেশ্যা করে দর-

শন। মধুর বচনে পরে করে আলাপন॥ কি রূপ আছহ বল কোথা তব পিতা। কি রূপ তপস্যা কর কিবা তব চিন্তা॥ ঋষ্যশৃঙ্গ বলে তারে শুন তপোধন। জ্যোতী রূপ ব্রহ্মধ্যান করি সর্ব্বক্ষণ॥ ফল মূলাহার করি বনে করি বাস॥ অন্য কিছু নাহি জানি নাহিক প্রয়াস॥ তপস্যায় গত পিতা সন্ধ্যাতে আসেন। ফল মূল রাখি যাহা ভোজন করেন॥ কৃতার্থ করহ তুমি করিয়া ভোজন। অতিথি ফিরিলে হয় নরকে গমন॥ বলহ আমারে পরে সর্ব্ব বিবরণ। কি কারণ আপনার হেথা আগমন॥ এতেক কহিয়া তারে বন ফল দিল। সাদরে রূপসী তাহা গ্রহণ করিল॥ কহিতে লাগিল পরে নিজ পরিচয়। কপটে ভুলায় বেশ্যা ঋষির তনয়॥ বহুকাল নিজ ধামে করি আরাধনা। ভ্রমিতে সকল তীর্থ হইল বাসনা॥ কশ্যপের তপস্থান দেখিবারে মন। একারণ হয় ঋষি হেথা আগমন॥ খাইলাম সুধা ফল তব বনোদ্ভব। অমর কারক ফল নহে অসম্ভব॥ কৃপা করি খাও যদি মম বন ফল। জানিতে পারিবে তবে বিভিন্ন সকল॥ এতেক কহিয়া বেশ্যা হাথে লড্ডু দিল। অকপট মুনি পুত্র বদনে থুইল॥ সকল রসাল দ্রব্য ক্রমে খায়াইল। চমৎকার ঋষি পুত্র তাহাতে হইল॥ আশ্চর্য্য হইয়া ঋষি কন ততক্ষণ। এমত অপূর্ব্ব ফল না দেখি কখন॥ বাঞ্ছা হয় দেখিবারে তোমার ভবন। কৃপা করি সঙ্গে

যদি লহ তপোধন ॥ হেনকালে দূরে দেখে বিভাণ্ডক মুনি। তপস্যা হইতে গৃহে আসিছেন তিনি ॥ কপট তপস্বী তবে মাগিল বিদায়। সন্ধ্যাছলে ছদ্মবেশী নিজ স্থলে যায়। বিভাণ্ডক আসি পুত্রে বিষণ্ণ দেখিয়া। জিজ্ঞাসে কারণ তাঁরে বিস্মিত হইয়া॥ ঋষ্যশৃঙ্গ বলে তাত কর অবধান। তপস্যায় যদা তুমি করিলে প্রয়ান ॥ আসিলেন তদা এক ঋষি তপোধন। মনোহর রূপ তাঁর মধুর বচন॥ অতিথি করি তাঁহারে দিয়া বন ফল। সম্ভাষণ উভয়ের হইল সকল॥ বদন সরোজ সম ললাটে অরুণ। তপস্যার ফল বক্ষে করেন ধারণ॥ সুবেশী সুঠাম হেরি ভূষিত কাঞ্চন। সুনির্ম্মল জটা তার মস্তকে ধারণ॥ কর্দ্দম সমান দিল মৃত্তিকা দেশের। না খাই এমত মিষ্ট শুন মুনিবর॥ চক্রাকার দিল হাতে বৃক্ষের পল্লব। নানাজাতি গোলাকার বৃক্ষের উদ্ভব॥ এমত মধুর মিষ্ট না খাই কখন। যদি আজ্ঞা কর পিতা দেখি সে ভবন॥ বিভাণ্ডক বলে তাত শুন ঋষ্যশৃঙ্গ। কদাপি এমন জনে না করিহ সঙ্গ॥ মায়াপি রাক্ষসী সর্ব্ব চরে বনে বনে। হরিয়া লইয়া যায় মুনি পুত্র গণে॥ ধর্ম্ম নষ্ট করে তারা ধর্ম্ম সনাতন। এমন জনের সনে না থেকো কখন॥ কদর্য্য সকল কর্ম্ম সদা কদাচার। হারাবে তাদের সনে ঋষি ব্যবহার॥ অকালে হইবে মৃত্যু শুন বাছাধন। হারাইলে সর্ব্ব জ্ঞান পাপেতে পতন॥ প্রভাত হইল নিশি উদিত অরুণ।

শ্রীহরি স্মরিয়া ঋষি যোগেতে গমন ॥ হেমকালে বেশ্যা তথা উপনীতা হৈল। বিভাণ্ডক মুনি সুতে স্নেহে ভুলাইল ॥ বৃহদ বৃক্ষের বীজ অঙ্কুরের কালে। অনায়াসে হয় নষ্ট বারির হিল্লোলে ॥ সেই রূপ মুনি পুত্রে ভুলায়ে মায়ায়। কপট তপস্বী তাঁরে দেশে লয়ে যায় ॥ ত্যজিয়া স্নেহের সঙ্গ লোভ সঙ্গে ভ্রমি। সহজে ছাড়িল শিশু পিতা জন্ম ভূমি ॥ উত্তরিল আসি পরে লোমপাদ দেশে। রাজার নিকট গিয়া ভেটিলেন শেষে ॥ বিধিমতে পূজা রাজা করি মুনিবরে। নানা উপহারে যজ্ঞ আরম্ভিলা পরে ॥ মানস হইল পূর্ণ জীবন বর্ষণ। রাজ্যের হইল রক্ষা প্রজার পালন ॥ শান্তা কন্যা দিলা তাঁরে দক্ষিণা কারণ। রাজ্যের সকল ভার করে সমর্পণ ॥ ঋষ্যশৃঙ্গে রাজা করি সিংহাসনোপরে। শান্তা কন্যা হয় রাণী বিখ্যাত নগরে ॥ বিভাণ্ডক মুনি হেথা ঋষি তপোধন। যোগ সারি করিলেন গৃহেতে গমন ॥ দেখিয়া সে মহামুনি শূন্য আছে গৃহ। নাহিক কুমার তথা আর অন্য কেহ ॥ ক্রোধান্বিত হয়ে মুনি ধ্যানেতে দেখিলা। লোমপাদ বেশ্যা দূতে পুত্রকে হরিলা ॥ কুপিয়া প্রভাতে মুনি করিলা গমন। ভস্মরাশি করিবারে স্বরাজ্যে রাজন ॥ পথিমধ্যে মহাঋষি জিজ্ঞাসে প্রজারে। কাহার নগর এই কহ হে আমারে ॥ প্রজা বলে মুনিবর না জান ইহারে। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর এই রাজ্যধরে ॥ সফল হইলে যজ্ঞে বারি বরিষণ। শান্তা

কন্যা দিলা রাজা দক্ষিণা কারণ ॥ ইহাতে বাঁচিল সর্ব্ব প্রজার জীবন। ছাড়িতে না চাহে প্রাণ হেন তপো-ধন ॥ কি জানি যদি বা রাজা জান পিতা পাশে। আমরা সকলে রব তাঁহার নিবাসে ॥ প্রজার মনন যদি এরূপ শুনিলা। পুলকে পুর্ণিত মুনি তখনি হইলা ॥ মনেং আন্দোলন করে তপোধন। তপস্যায় যাই কি বা দেখিগে নন্দন ॥ আসিয়াছি এত দূরে দেখিব নন্দনে। কিরূপেতে আছে সুত বধূ বা কেমনে ॥ এতেক চিন্তিয়া মুনি যান রাজ ঘরে। সিংহাসনে বধূ সহ পুত্রে দৃষ্টি করে ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিলেন পূজা। সিংহা সনে সমাদরে বসাইলা রাজা ॥ বিস্তারিয়া সর্ব্ব কথা করে নিবেদন। ঋষ্যশৃঙ্গ আগমনে রাজ্যের রক্ষণ ॥ সন্তানেরে কহে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া। পুত্রবৎ পাল প্রজা নিষ্পাপী করিয়া ॥ সন্তান হইলে তব তারে রাজ্য দিবে। পুনরপি অরণ্যেতে তপস্যা করিবে ॥ শুভ আশীর্ব্বাদ করি পুত্র বধু প্রতি। সাবিত্রী সমানে রবে বাড়িবে সন্ততি ॥ আশীর্ব্বাদ করি ভূপে করিলা গমন। স্বস্থানে আসিয়া মুনি যোগে দিলা মন ॥ বশিষ্ঠ কহেন শুন অযোধ্যার নাথ। আনহ সে ঋষ্যশৃঙ্গে শান্তা কন্যা নাথ ॥ আমরা সকলে মিলি যজ্ঞ আরম্ভিব। মনোরথ হবে পূর্ণ সুপুত্র পাইব ॥ এতেক শুনিয়া তবে রাজা দশরথ। কহিলেন সুমন্ত্রকে আনিবারে রথ ॥ আপনি চলেন রাজা পাত্র মিত্র সাথে। সাক্ষাত

করেন গিয়া লোম পাদ নাথে॥ সম্ভাষণ করি দোঁহে বৈসে একাসনে। নিজ নিজ পরিচয় শুনেন শ্রবণে॥ নানা উপহারে দোঁহে করিয়া ভোজন। পরম কৌতুকে কাল করেন যাপন॥ দশরথ কহে মিত্র করি নিবেদন। লোমপাদ বলে আজ্ঞা মস্তক ভূষণ॥ পুত্র না হইল আমি অতিশয় দুঃখী। লোম-পাদ বলে আমি অত্যন্ত অসুখী॥ বৃদ্ধকাল হৈল মম পুত্র নাহি হয়। আজ্ঞাকর ওহে মিত্র আছে যে উপায়॥ বশিষ্ঠ কহেন এবে যজ্ঞ করিবারে। উপযুক্ত পাত্র এক আছে মম ঘরে॥ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি-বর বিভাণ্ড তনয়। যাঁহার যজ্ঞেতে মম রাজ্য রক্ষা হয়॥ নববর্ষ রাজ্যে তব অনা বৃষ্টি ছিল। প্রজার অনেক কষ্ট তাহাতে হইল॥ অনেক যতনে মিত্র জ্ঞান তপোধন। দিয়াছি তাঁহারে দান কন্যারত্ন ধন॥ বিভাণ্ডক তুষ্ট মনে পুনঃ যোগে যান। পুত্রের দেখি-য়া তার স্বরাজ্য রাজন॥ পূজা করি ঋষ্যশৃঙ্গে এই সে মনন। সাধহ স্বকার্য্য লয়ে মুনি ভগবন॥ এতেক সম্ভাষ দোঁহে করিয়া তখন। ঋষ্যশৃঙ্গে গিয়া রাজা করেন দর্শন॥ বিধিমতে পূজে রাজা মুনির চরণ। সজল নয়নে তাঁরে করে নিবেদন॥ বৃদ্ধকাল হৈল মম পুত্র নাহি তায়। বশিষ্ঠ কহেন হবে তোমার কৃ-পায়॥ অতএব ওহে প্রভু যদি দয়া হয়। করহ সকল একাধ যা আছে উপায়॥ এতেক শুনিয়া তবে ঋষি

তপোধন। ধ্যানেতে জানিলা মুনি সকল কারণ॥ বি-
ষ্ণুর হইবে জন্ম মম যজ্ঞ ফলে। সবংশে রাক্ষস সর্ব্ব
মরিবে ভূতলে॥ পৃথিবীর ভার তাহে হইবেক নাশ।
ব্রহ্মা আদি দেবতার এই অভিলাষ॥ এতেক জানিয়া
মুনি কহিলা রাজারে। সত্বরে যাইব চল তোমার
আগারে॥ রথ আরোহণ করি রাজার সহিত। অযো-
ধ্যায় আসি মুনি হন উপনীত॥ মুনিরে করিয়া তুষ্ট
বসান আসনে। যজ্ঞের সকল ভার দেন তপোধনে॥
নিষ্পাপী অপর মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ সনে। হুতাশনে আবা-
হেন শ্রদ্ধান্বিত মনে॥ তপ্ত জাম্বুনদ রূপ অগ্নি তবে
ধরি। পায়সে পূর্ণিত পাত্র লয়ে যত্ন করি॥ রাজারে
কহেন অগ্নি হইয়া সদয়। পায়স গ্রহণ কর দিলাম
তোমায়॥ পুত্রের কারণ দিব্য দেবের নির্ম্মিত। পর-
মাত্মা পাবে পুত্র ইহাতে নিশ্চিত॥ এতেক কহিয়া
অগ্নি চরু নৃপে দিলা। অন্তর্দ্ধান হয়ো বহ্নি অদৃশ্য
হইলা॥ বন্দনা করেন রাজা মহা মুনিগণে। মনোরথ
পূর্ণ হয় যাঁহার কারণে॥ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ মত
অনুসারে। বিভাগ করিলা হবি দুই খণ্ড পরে॥ কৌশ-
ল্যায় অর্দ্ধ দেন কৈকেয়ীরে আধা। গ্রহণ করেন তাঁরা
করি পূর্ণ শ্রদ্ধা॥ সুশীলা সুমিত্রা রাণী প্রবিষ্টা হইলা।
যে ঘরেতে দুই রাণী চরু লয়ো ছিলা॥ কৌশল্যা হইয়া
তুষ্টা শুমিত্রার প্রতি। তুল্য ভাগ দেন তাঁরে হয়ো
হৃষ্ট মতি॥ কৈকেয়ী অর্দ্ধেক ভাগ দিলেন তাঁহারে।

সন্তুষ্টা হইয়া রাণী আনন্দিতান্তরে॥ তিন রাণী চরু যদি করিলা ভোজন। গর্ব্ভবতী হন তবে রাণী তিন জন॥ দেবতা সদৃশ তাঁরা হইলা লক্ষিতা। রাজ গৃহে দীপ্তিমতী অতি শোভান্বিতা॥ মেষে রবি যদা যুক্ত পুষ্প বৃষ্টি কুলে। নবমী কর্কটে বৈসে শশি পক্ষ শুক্লে॥ পুনর্ব্বসু ঋক্ষ গ্রহ উচ্চস্থ পঞ্চক। কৌশল্যা দশম মাসে প্রসবে পুত্রৈক॥ আবিরাশি জগন্নাথ আত্ম সনাতন। নীলোৎপল শ্যাম চতুর্ভুজ নারায়ণ॥ পীতাম্বর ধারি হরি কমল লোচন। মাণিক্য কুণ্ডল কর্ণে দীপ্ত সুশোভন॥ সহস্র রবির আভা প্রকাশে শরীরে। উজ্জ্বল কাঞ্চীতে শোভে কিরীট শ্রীশিরে॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বন মালাঙ্কিত। প্রফুল্ল বদন কণ্ঠে মাণিক্যে শোভিত॥ করুণারস সম্পূর্ণ কমল লোচন। শ্রীবৎসহার কেউর নূপুরভূষণ॥ কৌশল্যা দেখিয়া পরমাত্মা নারায়ণে। চমৎকৃতা হর্ষ যুতা সজল নয়নে॥ প্রণমিয়া করপুটে করেন স্তবন। আপনার গর্ব্ভজাত ব্রহ্ম সনাতন॥ দেবতার দেব তুমি করি নমস্কার। অ-সংখ্য প্রণাম শঙ্খ চক্র গদাধর॥ পরমাত্মা অচ্যুত অনন্ত নারায়ণ। শ্রীপুরুষোত্তম পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ কারণ॥ বুদ্ধি অগোচর তুমি বাক্যে ব্যক্ত নও। বেদ বাদী ধ্যানে রূপ সত্ত্ব মাত্র হও॥ মায়া ময় হয়ে সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর। করিয়া সকল সৃষ্টি আপনি সংহর॥ সত্ত্ব রজ তমো গুণে যুক্ত তুমি সদা। নির্ম্মল সদৃশ সূর্য্য প্রকাশ সর্ব্বদা॥

করহ সকল কর্ম্ম কর্ত্তা নহ তুমি। গতায়াৎ কর তবু নহ তুমি গামী॥ না শুনিয়া শুন তুমি না দেখিয়া দেখ। প্রাণ মনঃ নাহি তবু সকলি প্রত্যক্ষ॥ শুদ্ধ সত্ত্ব বিশুদ্ধ হে স্থিতি সর্ব্বক্ষণ। এই তো তোমার রূপ শ্রুতির বচন॥ সম সর্ব্ব ভূতে তুমি তথাপি অদৃশ্য। অজ্ঞানির অন্ধ চিত্ত জ্ঞানিতে প্রকাশ্য॥ তোমার জঠরে দেখি ব্রহ্মাণ্ড মানব। জন্মেছ আমার গর্ব্বে অতি অসম্ভব॥ মানব উদরে জন্ম হয়েছে তোমার। বিড়ম্বিতে বোধ হয় কাহাকে আমার॥ রঘুকুলে ভক্ত জনে করিবারে পার। একারণ দেখি অস্ত হয়ে অবতার॥ সংসার সাগরে মগ্ন হয়ে সর্ব্বক্ষণ। পতি পুত্র ধনাদিতে আশার কারণ॥ মায়াতে মোহিত হয়ে করিয়া ভ্রমণ। তব পদ মূল হরি পাই হে এখন॥ তব এই রূপ সদা থাকুক মানসে। বিশ্ব বিমোহিনী মায়া নাহি যেন গ্রাসে॥ বিশ্বেশ্বর বিশ্ব আত্মা কর সম্বরণ। অলৌকিক রূপ এই শুন নারায়ণ॥ মহানন্দ রূপে মোরে দেহ দরশন। কোমল বালক রূপ মদন মোহন॥ ললিত শরীর আমি সদা কোলে করি। সুবিস্তৃত সাগরে লালনা করি তরি॥ ভগবান কহিলেন শুন মা বচন। যে কারণ জন্ম মম হইল ধারণ॥ যে তব মানস রূপে আছয়ে গো মাতা। নিশ্চয় সে রূপ হবে নাহিক অন্যথা॥ পৃথিবীর ভার সর্ব্ব করিতে মোচন। আমারে করিলা ব্রহ্মা বিস্তর সাধন॥ রাবণাদি রক্ষ কুল করি-

বারে নাশ। মনুষ্য রূপেতে আমি হলেম প্রকাশ॥ তুমি আর দশরথ পূর্ব্বে আরাধিলে। পুত্র ভাবে আমারে মা অনেক সাধিলে॥ সেকারণে জন্মিলাম তোমার উদরে। অনিন্দিত গর্ব্ভ তব নিবেদি সাদরে॥ আমার এরূপ মাগো যা তুমি দেখিলে। অদৃষ্ট বশতঃ সর্ব্ব তপস্যায় মিলে॥ আমার দর্শনে মোক্ষ অনায়াসে হয়। অন্যেতে দুর্লভ মাতা কহি গো নিশ্চয়॥ মাতা পুত্রে এ সংবাদ যে করে শ্রবণ। এক চিত্তে পাঠ যদি করে অনুক্ষণ॥ আমার সারূপ্য পদ সেই জন লয়। আমারে স্মরণ তার মৃত্যু কালে হয়॥ মায়েরে কহিয়া হরি এতেক বচন। বালক ভাবেতে প্রভু করেন রোদন॥ অতি সুশোভিত কায় ইন্দ্র নীল ঘন। পরম সুন্দর রূপ বিশাল লোচন॥ তরুণ অরুণ আভা প্রকাশে শরীরে। সুকোমল তনু ধরি অখিল ঈশ্বরে॥ পুত্রের উদ্ভব শুনি রাজা দশরথ। আনন্দ সাগরে মগ্ন বশিষ্ঠের সাথ॥ মহা আনন্দিত হয়ে করেন গমন। কমল লোচন রামে করেন দর্শন॥ পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ হরষিত মন। করুণারস সংযুক্ত সজল নয়ন॥ জাত কর্ম্ম যেই রূপ কর্ত্তব্যতা ছিল। গুরুর আজ্ঞায় রাজা সকলি করিল॥ কৈকেয়ী প্রসবে সুত পদ্মাক্ষ্য ভরত। দুই পুত্র জন্মিলা সুমিত্রা গর্ব্ভ জাত॥ সহস্র২ গ্রাম বিপ্রে রাজা দিলা। সুরভী সুবর্ণ রত্ন বস্ত্র বিলাইলা॥ যাঁহারে করিয়া ধ্যান সর্ব্ব মুনি গণ। বিপুল বিজ্ঞান পায় পরম

পাবন। সকলে রমণ যাঁর সর্ব্বত্রে বিশ্রাম। তাঁহার রাখিলা গুরু নামেতে শ্রীরাম॥ ভরণ কারণ জন্য ভরতের নাম। সুলক্ষণে লক্ষিত লক্ষ্মণ গুণধাম॥ শ্রীশক্রম্ন নাম শত্রু বিনাশকারণ। গুরুর আজ্ঞায় নাম ধরি চারিজন॥ শ্রীরামচন্দ্রের সাথে অনুজ লক্ষ্মণ। ভরত পশ্চাত গামী সদা শত্রুম্ন॥ যুগল হইয়া সবে ধাবমান হন। কাকের পশ্চাৎ বাল্য লীলার কারণ॥ শ্রীরাম করেন রক্ষা সর্ব্বদা লক্ষ্মণে। করেন বাল্যের লীলা সদা দুই জনে॥ মৃদুভাষে পিতা মাতা করেন হর্ষিত। সুমধুর বাক্য ভাষে অতি পুলকিত॥ নানা আভরণে রাজা করিলা শোভিত। অরুণ উজ্জ্বল কর কান্তি প্রকাশিত॥ ললাটে মাণিক্য গজ মুক্তাযুক্ত পাঁথি। মণিময় হার কণ্ঠে স্বর্ণ সূত্রে গাঁথি॥ কর্ণেতে কুণ্ডল স্থূল মুক্তা চারিভাগে। মাণিক্য কিঙ্কিনী শোভে কটিদেশ ভাগে॥ সহাস্য বদন ইন্দ্রনীল সম প্রভা। অঙ্গনে খেলেন হরি কোটি সূর্য্য আভা॥ রূপ দেখি মহানন্দ দশরথ রাজা। অধিক কৌশল্যা রাণী দেখি পুত্র তেজা॥ ডাকেন হে রাম বলি রাজা দশরথ। ভোজন কারণ স্নেহ আর্দ্র মনোরথ॥ ডাকিলে ফিরিয়া চাহি পুনঃ জান দূরে। লীলাতে মোহিত করি আপন পিতারে॥ কৌশল্যা আনেন ধরি সুত অনায়াসে। চমৎকার সর্ব্ব লোক তাঁহার আয়াসে॥ যোগি মন ধ্যানে যাঁরে না পায় দেখিতে। হেন ব্রহ্ম

রত্ন নিধি রাণী ধরে হাতে॥ মায়া করি পুনরূপ হাসিয়া২। কর্দ্দমে পূর্ণিত করে নিকটে আসিয়া লইয়া কিঞ্চিত গ্রাস পুনঃ পলায়ন। করেন এরূপে বাল্য লীলা নারায়ণ॥ জগৎ আনন্দ কারী হন যেই জন। মায়াতে বালক রূপ করিয়া ধারণ॥ আনন্দে আনন্দ দায়ী পিতা মাতা প্রতি। করেন এ রূপ খেল আপনি শ্রীপতি॥ সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদ বশিষ্ঠ বিজ্ঞান। ধনুর্বেদ রত সর্ব্ব শাস্ত্রার্থে নিপুণ॥ উপনীত হন মুনি রাজার ভবনে। পূর্ণ পঞ্চ বর্ষ বয়ঃ যদা চারি জনে॥ মুনির কৃপায় সর্ব্ব হইলা শিক্ষিত। অবিদিত কিবা ছিল হইল বিদিত॥ জগতের নাথ নর রূপি নারায়ণ। লীলার কারণ তাঁর শরীর ধারণ॥ অজ্ঞাত কি আছে তাঁর ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। শিখিতে কি হবে তাঁরে পৃথিবী উপরে॥ লক্ষ্মণ সাদরে যান শ্রীরাম পশ্চাতে। চলেন শত্রুঘ্ন সদা ভরতের সাথে॥ সুসেব্য সেবক ভাবে শ্রীরামে লক্ষ্মণে। সেই রূপ সে শত্রুঘ্ন ভরতের সনে॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে ধনুর্ব্বাণ ধরি। শরেতে পূর্ণিত তূণ পৃষ্ঠ ভাগে করি॥ অশ্বের উপর দোঁহে করি আরোহণ। নিত্য২ মৃগয়ায় যান দুই জন॥ দুষ্ট২ মৃগ সর্ব্ব করিয়া নিহত। সমর্পণ আনি তাতে করেন নিয়ত॥ প্রভাতে করেন স্নান নিদ্রাহতে উঠে। পিতৃ মাতৃ প্রণাম করিয়া কর পুটে॥ প্রজার পালনে সদা অবিরত মন। কহেন সকল

সঙ্গে বিষয় বচন ॥ আহার করেন নিত্য বান্ধব সহিত। মুনিগণ প্রতি তাঁর অতিশয় প্রীত ॥ ধর্ম্ম শাস্ত্র রহস্য শুনিতে হৃষ্ট মতি। করিতে গ্রন্থের ব্যাখ্যা পরম পিরীতি ॥ এই রূপে পরমাত্ম হয়ে নরাকার। ভুজন করিয়া লোক আপনি প্রচার ॥ চক্রে অবিকারী বিভু পরিণাম হীন। বিচার্য্য মানে কহেন স্বকার্য্য বিহীন ॥ ইতি শ্রীশ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণ সার। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণাঅংশে জ্ঞানের আগার ॥ উমা মহেশ্বরে ব্রহ্মা নারদে প্রসঙ্গ। বাল্য সুকাণ্ডীয় কথা তৃতীয় সংসর্গ ॥ সুত কহিলেন ইহা সনকা মুনিরে। নৈমিষারণ্যে সনক কন অনন্তরে ॥ পুণ্যবান বন্ধুগণে পুরাতে বাসনা। মহেশচন্দ্র পয়ারে করিল রচনা ॥

বাল্যকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র মুনির শ্রীরাম লক্ষ্মণকে লইয়া তাড়কা বধ।

কৌশিক জানিয়া ধ্যানে বিষ্ণু জন্মরাম। সম্পূর্ণ করিতে মুনি সর্ব্ব মনস্কাম ॥ পরমাত্মা শ্রীরামেরে করিতে দর্শন। অযোধ্যায় মহামুনি করেন গমন ॥ তাঁহারে দেখিয়া ভূপ অযোধ্যার নাথ। সম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁরে করি প্রণিপাত ॥ বিধিমতে বশিষ্ঠের সহ করি পূজা। কয় যোড় করিয়ে কন মহারাজা ॥ কৃত

কৃতার্থ হইলাম তব আগমনে। সকল সম্পদ হয় তব পদার্পণে॥ সত্য করি কহ প্রভু কিসের কারণ। হইয়াছে মহামুনি হেথা আগমন॥ যে আজ্ঞা করিবে প্রভু নিবেদি চরণে। অবশ্য করিব তাহা না ভাবি কারণে॥ এতেক শুনিয়া তবে বিশ্বামিত্র মুনি। সন্তুষ্ট হইয়া কন শুন গুণমণি॥ যখনি আরম্ভ করি শ্রাদ্ধ যজ্ঞ কর্ম্ম। তুষ্ট হেতু দেব পিতৃ পালি ঋষি ধর্ম্ম॥ তখনি করয়ে বিঘ্ন আসি দৈত্য চয়। নিত্য নিত্য এই রূপ সহ্য নাহি হয়॥ মারীচ সুবাহু সঙ্গে অনুচর মিলে। সকল মুনিরে দুঃখ দেয় অবহেলে॥ অত-এব মহারাজ করহ শ্রবণ। লক্ষ্মণ সহিত রামে কর সমর্পণ॥ ইহাতে হইবে তব পরম কল্যাণ। কিছু-কাল জন্য রামে করহ প্রদান॥ মন্ত্রণা করিয়া দেখ বশিষ্ঠ সহিতে। শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেও যদি লয় চিতে॥ রাজা দশরথ তবে চিন্তিত হইয়া। বশিষ্ঠে কহেন পরে একান্তে যাইয়া॥ কি করিব কহ গুরু মনে নাহি লয়। শ্রীরাম ছাড়িয়া দিতে মহামুনি কয়॥ অনেক যত্নেতে পুত্র হইল উদ্ভব। বহুবর্ষ সহ প্রান্তে করি যজ্ঞ সব॥ তিলেক বিচ্ছেদ তাঁর নাহি সহে প্রাণে। কেমনে ছাড়িয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥ চারি জন হয় মম শরীরের প্রাণ। তাহার মধ্যেতে রাম প্রাণের পরাণ॥ অতীব বল্লভ রাম কি বলিব মুনে। কেমনে ছাড়িয়া দিব শরীরের প্রাণে॥ নিশ্চয় যদি বা

রাম যান মুনি সনে। আর না বাঁচিব গুরু ইহার কারণে॥ নিরাশ হইয়া যদি মুনি যান ফিরে। উৎকট শাপান্ত তবে করেন অধীরে॥ প্রতিজ্ঞা করেছি আমি পূর্ব্বে মহামুনি। যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব তখনি॥ অতএব কিরূপেতে হইবে কল্যাণ। অসত্য যাহাতে নাহি স্পর্শে কদাচন॥ বশিষ্ঠ কহেন তবে শুনহ রাজন। অতি গোপনীয় কথা স্থির করি মন॥ পরমাত্মা সনাতন রামচন্দ্র তব। না বুঝিবে কদাচিৎ তাঁহাকে মানব॥ পৃথিবীর ভার সর্ব্ব করিবারে নাশ। প্রার্থনা করেন ব্রহ্মা মহাবিষ্ণু পাশ॥ সেই ভগবান এই রাম অবতার। লইলেন জন্ম বিভু ঔরসে তোমার॥ কশ্যপ ব্রহ্মার পুত্র পূর্ব্বে তুমি ছিলে। সকল দেবতা তুমি উদ্ভব করিলে॥ কৌশল্যা অদিতি দেবী দেবতার মাতা। যশস্বিনী মহা দেবী সকল প্রসূতা॥ কঠোর তপস্যা কর দোঁহে বহুকাল। বিষ্ণু আরাধনে সদা কাটাইলে কাল॥ বিষয়ে বিরতি হয়ে কর অরাধন। প্রসন্ন হয়েন সর্ব্ব ভূতের ভাবন॥ পুত্র ভাবে সুযাচঞা তাঁরে তুমি কর। এ কারণ সেই বিষ্ণু রাম রঘুবর॥ রামের সমান দেব অনন্ত লক্ষ্মণ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভরত শত্রুঘ্ন॥ যোগ মায়া সীতা দেবী জনক নন্দিনী। জনকের গৃহে সতী জন্মিলেন তিনি॥ রাম সনে মিলাইতে মহামায়া সীতা। বিশ্বামিত্র মহা মুনি আইলেন হেতা॥ অতি গুপ্ত কথা ইহা না কবে কখন। বিশ্বামিত্রে দেহ

রাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ সপ্রীতে করহ পূজা ঋষি তপোধনে। পুনরপি পাবে রাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥ বশিষ্ঠ হইতে রাজা এরূপ শুনিয়া। কৃতার্থ হয়েন ইহা মনেতে মানিয়া॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণে রাজা সাদরে ডাকেন। পিতার আজ্ঞায় দোঁহে আসি প্রণমেন॥ আলিঙ্গন করি লয়ে মস্তকের ঘ্রাণ। কৌশিক মুনিরে দোঁহে করেন প্রদান॥ পুলকে পূর্ণিত তবে মুনি ভগবান। মহামুনি বিশ্বামিত্র অতি জ্ঞানবান॥ শুভ আশীর্ব্বাদ ভূপে তখন করেন। সাক্ষাতে দেখিয়া মুনি ব্রহ্ম সনাতন॥ ধনুর্বাণ লয়ে হাতে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। যুগল সে খড়্গ তূণ করিয়া ধারণ॥ শুভক্ষণে চলিলেন বিশ্বামিত্র সনে। প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণে॥ মহামুনি আনন্দিত হইয়া অন্তরে। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সঙ্গে যান ক্রোশান্তরে॥ তূণ দেন অক্ষয় অভেদ্য ধনুর্বাণ। শ্রীরাম কারণ যাহা দেবতা নির্ম্মাণ॥ নানা অস্ত্র শিক্ষা দেন মনের হরিষে। যাহার স্মরণে ক্ষুধা তৃষ্ণা না আইসে॥ অতঃপর তিন জনে গঙ্গা পার হয়ে। তাড়কা বনেতে সবে উত্তরেন গিয়ে॥ মহামুনি বিশ্বামিত্র কহেন তখন। সত্য পরাক্রমী রাম শুনহ বচন॥ এই বনে আছে নামে তাড়কা রাক্ষসী। কাম রূপি মায়াপি সে পরম রূপসী॥ সাধনাদি সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলয়ে ব্যাহাতে। অখিলের লোক সর্ব্ব দুঃখিত তাহাতে॥ মম বাক্যে শুহ রাম অখিল ঈশ্বর। না করি বিচার তারে বিনাশ

হে কর॥ এতেক শুনিয়া পরে শ্রীরঘুনন্দন। অভেদ্য ধনুকে গুণ দিয়া ততক্ষণ॥ সবলে দিলেন তবে ধনুকে টঙ্কার। নিনাদে পূর্ণিত বন কম্পে ধরাধর॥ ঘোর রূপি তাড়কা সে শুনিয়া টঙ্কার। অহঙ্কারে মত্ত সদা অহিত আচার॥ ক্রোধেতে মুর্চ্ছিত হয়ে মেঘতুল্য ধায়। উপনীত হয় আসি শ্রীরাম যথায়॥ দশদিগ অন্ধকার করিয়া রাক্ষসী। নিরীক্ষণ করে তাতে রাম পূর্ণ শশি॥ আকর্ণ পর্য্যন্ত শর করি আকর্ষণ। এক বাণে তাড়কারে করেণ মর্দ্দন॥ বজ্রের সমান বাণ পড়ে তার বুকে। পড়িল সে ঘোর বনে রক্ত উঠে মুখে॥ ত্যজিয়া রাক্ষসী দেহ তাড়কা তখন। পূর্ব্বকার যক্ষি রূপ করিল ধারণ॥ পরমা সুন্দরী রূপ হইল তাহার। ভূষিত করেছে অঙ্গ সর্ব্ব অলঙ্কার॥ পূর্ব্বকার শাঁপে তেঁহ পিশাচি যে ছিল। শ্রীরাম প্রসাদে এবে বিমুক্ত হইল॥ প্রদক্ষিণ করি রামে প্রণাম করিল। শ্রীরাম আজ্ঞায় যক্ষি স্বর্গেতে চলিল॥

ত্রিপদী।

মহামুনি অতঃপরে, শ্রীরামে কোলেতে করে, চুম্ব দিল বদন কমলে। মস্তকের ঘ্রাণ লয়, পুলকে পূর্ণিত হয়, চিন্তে মুনি চিন্তামণি কোলে॥ মহামুনি তার পরে, সর্ব্বঅস্ত্র জাল ধরে, শ্রীরামেরে করি সমর্পণ। হয়ে অতি পুলকিত, সরহস্য মন্ত্রোচিত, শিক্ষা দেন শ্রীরামে তখন॥ দ্বিজ শ্রীমহেশ কয়, যেই মন্ত্র মুনি

দেয়, সেই তিনি ব্রহ্ম সনাতন। নর লোকে কৃপা করি, নররূপি হয়ে হরি, তাড়কারে করেন নিধন॥ মুনিগণ রক্ষা পায়,পৃথিবীর ভার যায়, ভক্তের পূরিল মনস্কাম। উমা মহেশ্বরে কথা, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে গাঁথা,ব্রহ্মা নারদের উপাখ্যান॥ শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ, নারদ সুতেরে কন, সুত কন মুনি গণে বনে। পয়ার প্রবন্ধ বর্গ, বিখ্যাত চতুর্থ সর্গ, মহেশ কহিল বন্ধুগণে॥

বাল্যকাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীরামের তপোবনে গমন ও সুবাহু বধ এবং মারীচের সাগরে পতন ও অহল্যার মানব দেহ প্রাপ্তি এবং স্তব।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে বিশ্বামিত্র ঋষি। তপোবনে মুনি সনে বঞ্চি এক নিশি॥ মনোহর তপোবন মুনির মণ্ডল। স্থানেং আছে তথা আশ্রম সকল॥ ধীরেং প্রত্যূষেতে করেন গমন। চৌদিগে দেখেন শত শত মুনিগণ॥ কামনা আশ্রমে কেহ করিছে কামনা। নিষ্কামী হইয়া কত করিছে অর্চ্চনা॥ কত শত মুনি গণ মুদিয়া নয়ন। বিষ্ণুর চরণে মনঃ করেছে অর্পণ॥ কত শত যোগিগণ যোগে দিয়া মন। চিদানন্দ ব্রহ্ম হৃদে করেছে ধারণ॥ কত শত মুনিগণে ভূমে অচেতনে। নিশ্বরে জপিছে রামে সীতাপতি মনে॥ কি কব তপস্যা ফল না যায় কথন। হৃদে যাঁরে ভাবে তাঁরা

সাক্ষাৎ সে জন॥ চিদানন্দ ময় রূপে হৃদে মুক্তি দেন। প্রকাশে শ্রীরাম রূপ রক্ষার কারণ॥ সিদ্ধাশ্রমে যান তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। মুনিতে মণ্ডিত যেন উদিত তপণ॥ বিশ্বামিত্র সহ দোঁহে করেন দর্শন। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সবে পূজে নারায়ণ॥ কৌসিকে বলেন তবে শ্রীরঘু নন্দন। দেখাও আমারে কোথা রাক্ষস দুর্জ্জন॥ এতেক শুনিয়া তবে বিশ্বামিত্র মুনি। আরম্ভ করেন যজ্ঞ মিলে সর্ব্ব মুনি॥ ঋত্বিক সকলে মিলি সিদ্ধ দ্বিজ সনে। কুলীন সকলে মিলি বেদ বিজ্ঞ জনে॥ আরম্ভ করেন যজ্ঞ দিবা মধ্য ভাগে। উঠিয়া তাহার ধূম গগনেতে লাগে॥ একুস হাজার ঋষি হোতা এক স্থলে। উঠিল তাহার অগ্নি গগন মণ্ডলে॥ মারীচ সুবাহু তাহা করি নিরীক্ষণ। প্রলয়ের কালে যথা বরিষে বারণ॥ সেই রূপে রুধিরাস্থি করিয়া বর্ষণ। যজ্ঞের নিকটে আসি দিল দরশন॥ শ্রীরাম ধনুকে তবে যুড়ি দুই বাণ। আ-কর্ণ পর্য্যন্ত তাহা করি আকর্ষণ॥ বিসর্জ্জন করি তাহা পৃথকে পৃথকে। সুবাহু মরিল এক বাণ বাজি বুকে॥ অন্য এক বাণ গিয়া মারীচে লাগিল। শতেক যোজন ঊর্দ্ধে ঘুরিতে লাগিল॥ সাগরের জলে] শেষে পতিত হইল। অপর রাক্ষস সর্ব্ব লক্ষ্মণ মারিল॥ দেব ঋষি মুনিগণ অদ্ভুত মানিয়া। ব্রহ্মানন্দে পুলকিত শ্রীরামে দেখিয়া॥ পুষ্প বৃষ্টি করে তবে দেবতা সকলে। দুন্দুভি বাজান তুষ্টে গগন মণ্ডলে॥ সিদ্ধগণে তুষ্ট হন দাস

রথী প্রতি। দেখিয়া রাক্ষসে যজ্ঞে সপূর্ণ আহুতি॥ তবে সর্ব্ব সিদ্ধগণে বিশ্বামিত্র সাতে। জানিয়া বিশিষ্ট পাত্র পূজে রঘুনাথে॥ আলিঙ্গন করি ক্রোড়ে শ্রীরামেরে লন। ভক্তি ভাবে গদ গদ আনন্দিত মনঃ॥ পরম আনন্দ নীর বহিছে নয়নে। পূজা করে মুনিগণ শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥ বনের সুপক্ব ফল করি আহরণ। রাঘব কমলাননে করে সমর্পণ॥ বিশ্বামিত্র কহিলেন শুন রঘুনাথ। সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়ক তুমি জগন্নাথ॥ বিশ্রাম করহ দেব আমাদের সনে। কিছু কাল পূজা করি সাধ এই মনে॥ শ্রীরাম কহেন তবে কৌসিকের প্রতি। তোমার প্রসাদে স্থিতি হব মহামতি॥ তিন দিন মুনি সনে রহি তিন জন। বিবিধ পুরাণ বাক্য করেন শ্রবণ॥ পরমানন্দিত তাতে মুনির মণ্ডল। পাইয়া আপন বাসে তপস্যার ফল॥ চতুর্থ দিবসে বিশ্বামিত্র তপোধন। শ্রীরামের প্রতি তবে কহেন বচন॥ শুন ওহে যোগ্যবর শ্রীরাম লক্ষ্মণ। দেখিতে মিথিলা দেশ আছে মম মনঃ॥ মহাত্মা জনক রাজা রাজ্যের ঈশ্বর। ইচ্ছা হয় দেখি রাম তাঁহার নগর॥ মহেশ রাখেন তথা ধনুক আপন। তার পূজা করে রাজা করিয়া যতন॥ জন্মিলেন তাঁর গৃহে দেবী সীতা সতী। যে ভাঙ্গে পিনাকী ধনু সেই,হবে পতি॥ এই তো করেছে পণ জনক রাজন। চল রাম দেখি গিয়া ধনুক কেমন॥ এতেক শুনিয়া তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

মুনি সঙ্গে গঙ্গাতীরে করেন গমন॥ শশধরে বেষ্টিত যেমন তারা গণে। মুনির মণ্ডলে রাম শোভিত তেমনে॥ গৌতম আশ্রমে সবে উপনীত হইয়ে। অহল্যা যথায় আছে পাষাণ হইয়ে॥ নানা বৃক্ষ দেখি তথা শোভে ফলফুলে। বিহীন সকল জন্তু হেন রম্য স্থলে॥ মৃগ পক্ষি-হীন দেখি কমল লোচন। জিজ্ঞাসেন মুনিবরে ইহার কারণ॥ নানা বৃক্ষ দেখি ফল পুষ্পেতে শোভিত। কি কারণ রম্য বন জন্তু বিবর্জ্জিত॥ আশ্রমের শোভা দেখি আহ্লাদ উদয়। কহিয়া কারণ এবে ঘুচাও সংশয়। ঋষি বলে শুন রাম পুরাতন কথা। বিখ্যাত গৌতম মুনি পূর্ব্বে ছিলা হেথা॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরায়ণ মুনি তপোধন। সর্ব্বদা করেন ধ্যান হরি ভগবন॥ ব্রহ্মা তাঁরে দিলা কন্যা আপন কুমারী। অহল্যা বিখ্যাতা লোকে পরমা সুন্দরী॥ স্বামির সেবায় মতি সন্তুষ্ট মানসে। ব্রহ্ম আরাধনা করে ব্রহ্ম চর্য্য বেশে॥ তার সনে ইন্দ্র দেব বাঞ্ছা করে রতি। পড়িতে আইল ইন্দ্র গৌতম বসতি॥ স্নান করিবারে যবে গৌতম যাইল। গৌতমের বেশে দেব অহল্যা হরিল॥ হেন কালে মুনিবর গৃহেতে আইল। নিজ রূপে দেখি ইন্দ্রে কুপিত হইল॥ জিজ্ঞাসেন মুনিবর তুমি কোন জন। দুর্ব্বুদ্ধে আমার-রূপ ধর কি কারণ॥ এমন অধম জন না দেখি কখন। সত্য না বলিলে ভষ্ম করিব এখন॥ কম্পিত হইয়া তবে দেবরাজ কন। কামের কিঙ্কর আমি

ক্ষম তপোধন॥ অনুচিত কর্ম্ম আমি করেছি অজ্ঞানে। কুৎসিত এ কর্ম্ম নাহি করে কোন জনে॥ রিপু মধ্যে কুৎসিত রিপু কাম হয়। জ্ঞানেরে করিয়া নষ্ট প্রবলাতিশয়॥ সতীর সতিত্ব নষ্ট হয় ইহা হতে। ধন ধর্ম্ম নষ্ট হয় অজ্ঞান তাহাতে॥ বিফল জীবন ইথে বৃথা সর্ব্ব কর্ম্ম। সত্য ধর্ম্ম হয় ত্যাগ ইথে এই মর্ম্ম॥ অশেষ পাপির পাপ অনায়াসে ধরে। দুঃখের ভাজন হয় ব্যাধি যুক্ত পরে॥ কামেতে হইয়া বশ নাহি জানে আগে। মাগিলে না পায় ভিক্ষা দ্বারেং মাগে॥ অনুচিৎ কর্ম্ম আমি করেছি এখন। কৃপাকরি ক্ষমা কর মুনি তপোধন॥ গৌতম শুনিয়া তবে ইন্দ্রের বচন। ক্রোধেতে পূর্ণিত মুনি আরক্ত লোচন॥ শাপান্ত করেন মুনি দেবরাজ প্রতি। পৃথিবী পূর্ণিতা নলে যেমন আহুতি॥ শুনরে পাপাত্মা ইন্দ্র দেবতা অধিপ। যোনিতে আশক্ত সদা হয়ে তুই ভূপ॥ সহস্র ভগাঙ্গ তোর হউক শরীরে। অধর্ম্ম অখ্যাতি রচে সংসার ভিতরে॥ দেব রাজে অভিশাঁপ দিয়া তপোধন। দ্রুতগতি আশ্রমেতে করেন গমন॥ দেখিলেন অহল্যারে আছে কর পুটে। বিষাদিনী মৃত তুল্যা ইন্দ্রের কপটে॥ সক্রোধে কহেন মুনি রে দুষ্টাচারিণী। বনমাঝে থাক তুমি হইয়া পাষাণী॥ নিরাহারি দিবা রাত্রি করহ সাধন। সকল ঋতুর দুঃখ করিয়া সহন॥ শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির সহিয়া যাতনা। পরম ঈশ্বরে তুমি করহ ভজনা॥

রাম রাম জপ সদা হৃদে রাখি ধ্যান। হইলে পাপের শেষ পাবে পরিত্রাণ॥ অহল্যা কহেন স্বামি করি নিবেদন। আপন জানিত পাপ না করি কখন॥ দু-ষ্টেতে করিল প্রভু দুষ্ট আচরণ। কবে হবে বল প্রভু এ শাঁপ মোচন॥ অহল্যার প্রতি তবে গৌতম কহেন। দশরথ গৃহে জন্ম শ্রীরাম লবেন॥ লক্ষ্মণ সহিত হবে হেথা আগমন। নানা জন্তু বিহীন হইবে এ কানন॥ যখন তাঁহার পদ স্পর্শিবে তোমারে। তখন হইবে মুক্ত এপাপ সাগরে॥ শ্রীরামের পূজা পরে করিহ যত্নেতে। প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করিয়া অগ্রেতে॥ আদ্যান্ত দেখিবে চক্ষে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। তবে সে হইবে তব পাপ বিমোচন॥ আমার সহিতে পরে হইবে মিলন। পূর্ব্ববৎ সেবা তুমি করিবে তখন॥ এতেক কহি-য়া মুনি জ্ঞানি তপোধন। হিমাচলে যান ঋষি করিতে সাধন॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ড অগ্নি কোপে উপজিল। হিমা-লয় হিমে মুনি প্রশান্ত পাইল॥ অদৃশ্য অহল্যা হয় পাষাণ হইয়া। গৌতম আশ্রমে এই আছয়ে পড়িয়া॥ তব পদ রজ প্রভু পাপ নাশ কারী। নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করে কবে দিবে হরি॥ অদ্যাপি করয়ে দেবী দুষ্কর সাধন। সকল ঋতুর দুঃখ করিয়া সহন॥ নিরাহারী দিবা রাত্রি রাম মাত্র মনে। অসাড় হয়েছে অঙ্গ বাকি সে চেতনে॥ যাহাতে করয়ে দেবী তব আরাধনা। অজানিত পাপ জন্য চেতনা গেলনা॥ পাষাণ হয়েছে

এই ব্রহ্মার নন্দিনী। আশ্রমে আসিয়া প্রভু দেখহ আপনি॥ ব্রাহ্মণী গমনে প্রভু মহা পাপ হয়। পৃথ্বীর অসহ্য মতে ব্রহ্মার বিনয়॥ অহল্যার যোগ তাতে হয় অনুযোগি। আপনি জন্মিলে প্রভু পদ ধূলা লাগি। অতএব পরিত্রাণ কর অহল্যারে। ব্রহ্মার নন্দিনী এই গৌতম ভার্য্যারে॥ এতেক কহিয়া তবে মুনি তপোধন। শ্রীরামের হস্ত তেঁহ করেন ধারণ॥ অহল্যারে দেখাইলা ভূতলে পড়িয়া। তপস্যা করিছে দেবী পাষাণ হইয়া॥ পদাগ্রেতে অহল্যারে করিয়া স্পর্শন। নমস্কার করি রাম কহেন বচন॥ রাম আমি অহল্যা গো করহ শ্রবণ। তপস্যা হইল সাঙ্গ পাপের মোচন। অহল্যা পাইয়া তবে নির্ম্মল শরীর। সচৈতন্য হয়ে দেখে রাম রঘু বীর॥ পীতাম্বরধারি রাম ধনুর্ব্বাণ হাতে। কৌশিক প্রার্থিত অগ্রে লক্ষ্মণের সাথে॥ প্রফুল্ল বদন পুষ্প পলাশ লোচন। শ্রীবৎস অঙ্কিত বক্ষ জগত মোহন॥ ইন্দ্র মানিক্য তুল্য দীপ্ত অনুপম। দশ দিগ আলকরে রূপে রঘুত্তম॥ শ্রীরাম সে রমা পতি করিয়া দর্শন। আনন্দে পূর্ণিত চিত্ত সজল নয়ন। গৌতমের কথা সর্ব্ব হইয়া স্মরণ। সাক্ষাতে দেখিয়া দেবী রাম নারায়ণ॥ মনের হরিষে তবে রামে পূজা করে। নানা ফুলে অর্ঘ্যাদিতে নির্ম্মল অন্তরে। পুলকে পূর্ণিত চিত্ত সজল নয়নী। দণ্ডবৎ প্রণাম করে লোটায়ে ধরণী। পুনঃ উঠি দেখে কমল লো-

চনে। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ অস্ফুট বচনে॥ অহল্যা করেন স্তুতি করি যোড় কর। সর্ব্ব ব্যাপি আত্মা তুমি ওহে গুণাকর॥ সুকৃতার্থা হইলাম শ্রীপদ স্পর্শনে। মুক্তি পদ পাইলাম পদ ধূলি গুণে॥ যে পদ ভাবেন সদা দেব মহাদেব। অবিরত মানসে বন্দেন সর্ব্ব দেব॥ সেই পদ রজ আমি করি পরশন। পাষাণ হইতে হলেম মানবী এখন॥ যে রূপে তোমায় রাম বিরিঞ্চি ভাবিলা। নরাকারে সেই রূপে ভুবন ভরিলা॥ চরণ রহিত তবু চল সর্ব্বক্ষণ। সম্পূর্ণ আনন্দ ময় হীনমায়া গুণ॥ যে পদ কমল হতে গঙ্গা ভাগীরথী। পবিত্র হইল যাঁতে ভব ব্রহ্মা পৃথ্বী॥ কি কহিতে পারি আমি মম ভাগ্য ফল। স্ব চক্ষেতে দেখিলাম সে পদ কমল॥ পৃথিবীতে অবতার নর রূপে হরি। আনন্দ জনক রাম রূপ দৃষ্টি করি॥ কমল লোচন রাম ধনুর্বান ধরি। সর্ব্বক্ষণ এই রূপ আমি চিন্তা করি॥ যাঁহার চরণ রজ শ্রুতি চিন্তা করে। নাভি পদ্মো পরে যাঁর ব্রহ্মা জন্ম ধরে॥ যাঁহাকে সতত চিন্তা মহাদেব করে। সেই রামচন্দ্রে মম মন. ধ্যান করে॥ যাঁর অবতার কথা ব্রহ্মা ব্যক্ত করে। শিব ব্রহ্মা নারদাদি যাহা গান করে॥ যাঁহার আনন্দ নীরে দেবী সরস্বতী। বিষিক্ত করয়ে সদা বক্ষ কুচ সতী॥ সেই তুমি পরমাত্মা পুরাণ নির্ব্বাস। জ্যোতির্ম্ময় অনাদি অনন্ত শ্রীনিবাস॥ মোহিনী

মায়াকে তুমি করিয়া গ্রহণ। পরের মঙ্গল জন্য
এতনু ধারণ॥ সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি কারণ তুমি এক। আ-
পন মায়াতে থাক অথচ পৃথক॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
ভেদ মাত্র নামে। পরিপূর্ণ আত্মা তুমি খ্যাত ভুব-
নামে। যে পদ কমল তব লক্ষ্মী প্রিয় ভাবে। হৃদি
পদ্মে ধারণ করিয়া সদা ভাবে॥ সে পদ কমলে রাম
অসংখ্য প্রণতি। অসংখ্যাং মম স্তুতি ভক্তি রতি॥
তব এক আকর্ষণে ত্রিজগত আছে॥ নির্ম্মল মানসে
শিব ধ্যানে ধরিয়াছে॥ জগতের আদিভুত তুমিই
কারণ। জগৎ হইয়া ক্ষিতি করহ ধারণ॥ ভূতের
ভাবন ভূতে করহ রমণ। পুরাণ পুরুষ শ্রেষ্ঠ এক জনা-
র্দ্দন॥ প্রণব তুমি হে রাম বাচ্য সর্ব্বজনে। বাচ্য ও
বাচক ভেদে ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে॥ কার্য্য ও কারণ তুমি
কর্তৃত্ব তোমারি। ফলের সাধন ভেদে নানা রূপ ধারী॥
এক মাত্র তুমি রাম জ্ঞানী জন জ্ঞানে। অনেক হইল
রূপ মায়ার বিধানে॥ তোমার মায়াতে সদা মোহিত
যে জন। নাহি জানে সেই জন ইহার কারণ॥ মনুষ্য
ভাবয়ে রাম নাহি জানি তত্ত্ব। মায়াময় পরমাত্মা
মানয়ে নিয়ত॥ তুমি সর্ব্বে ব্যাপ্ত মান আকাশ রূ-
পেতে। বহিরন্তর্গত তুমি নির্ম্মল সর্ব্বেতে॥ নির্লেপ
অচল হও নিত্য শুদ্ধ তুমি। সর্ব্বদা অক্ষয় বিভু বুদ্ধি
রূপা স্বামি॥ স্ত্রী জাতি অজ্ঞান হয়ে কেমনে জানিব।
তুমি ব্রহ্ম তত্ত্বধন কি রূপে তুষিব॥ অতএব শতং

প্রণাম চরণে। কায় মনো বাক্যে রাম ধ্যান ও মননে॥ যথা তথা থাকি আমি এই মাগি বর। ও পদ কমলে ভক্তি থাকে নিরন্তর॥ পুরুষ অধ্যক্ষ তুমি প্রণাম তোমারে। শ্রীরাম ভক্ত বৎসলে নতি বারে বারে॥ লক্ষ২ নমস্কার হৃষীকেশ হরি। অসংখ্য প্রণাম রাম নারায়ণে করি॥ একমাত্র তুমি ভব ভয়েরি হরণে। কোটি সূর্য্য সুপ্রকাশ করে ওচরণে॥ নীল মেঘ এ শরীর করেছ ধারণ। করেতে লয়েছ বাণ কুপিত শমন॥ কনক জিনিয়া চির বসনের প্রভা। কুণ্ডল সহিত আস্য কত করে শোভা॥ কমল জিনিয়া নেত্র কত দীপ্তি পায়। অম্বুজ সহিত রূপ কহনে না যায়॥ রাম বিদ্যমানে যদি করিলা স্তবন। প্রদক্ষিণ করি পড়ে ধরিয়া চরণ॥ শ্রীরাম আজ্ঞায় দেবী গৃহেতে চলিলা। পূর্ব্বের অজ্ঞাত পাপে বিমুক্ত হইলা॥ যে জন করয়ে পাঠ অহল্যা বন্দন। সকল পাতক হতে মুক্ত সেই জন॥ শ্রবণ করয়ে যেবা রাখি ভক্তি মতি। পরম ব্রহ্মেতে তার হয় শেষে গতি॥ এই স্তব করে যদি পুত্রের কারণে। রাখিয়া একান্ত ভক্তি শ্রীরাম চরণে॥ বর্ষ মধ্যে তার ধ্রুব হইবে সন্তান। বন্ধ্যার হইবে পুত্র এই তো বিধান॥ শ্রীরাম প্রসাদে হবে পূর্ণ মনস্কাম। কখন না হবে তার পাপেতে বিশ্রাম॥ ব্রহ্ম হিংসা গুরু হিংসা সুরাপান করে। মাতা পিতা ভ্রাতা হিংসা ভোগ বাঞ্ছান্তরে॥ অনাচারী হয়ে যদি

এই স্তব করে। রঘুপতি রাম রূপ হৃদয়েতে ধরে॥ অনায়াসে ভক্তি মান হয়ে মুক্ত পায়। সতত করিলে ভক্তি প্রাপ্য সর্ব্বতায়॥ ইতি শ্রীশ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণ সার। পার্ব্বতীর প্রতি হর করেন প্রচার॥ বাল্যক কাণ্ডের কথা অতি মনোহর। পঞ্চম সর্গেতে ইহা প্রকাশ সুন্দর॥ দ্বিজ শ্রীমহেশ সদা ভাবি চিদানন্দে। বিরচিল রামায়ণ পয়ার প্রবন্ধে॥

বাল্যকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীরামের লক্ষ্মণ সহিত ভাগীরথী তীরে গমন নাবিককে মুক্তি প্রদান। মিথিলায় গমন ধনুর্ভঙ্গ সীতার পাণি গ্রহণ, পুনর্যাত্রা।

মহেশ্বর কহিলেন শুনহ পার্ব্বতি। যে রূপ কহেন মুনি দুই ভাই প্রতি॥ মিথিলা যাইতে সাধ করে মম মন। জনক পালিত রাজ্য করিতে দর্শন॥ হরের ধনুক পরে করি নিরীক্ষণ। অযোধ্যায় হবে রাম পুনরাগমন॥ কহিয়া এরূপ বাক্য রাঘবে লইয়া। ভাগীরথী কূলে সবে উত্তরেন গিয়া॥ নাবিক তখন রামে সবিনয়ে কয়। তরিতে না পদ ধূলা দিবা দয়াময়। চরণ কমল আগে করি প্রক্ষালন॥ তবে সে করিবে রাম তরি আরোহণ। শুনেছি আমরা পদ ধূলার গৌরব। পুরাণ পাথর এক হয়েছে মানব॥ আমার তরণী প্রভু অতি পুরাতন।' কি জানি মানব

হয় ঠেকিও চরণ॥ প্রধান ধীবর তুমি পরম পাবন। তব মায়া জালে বদ্ধ অখিল জীবন॥ চিদাত্মা স্বয়ং শক্তি প্রদীপ্ত ব্যাপক। কার্য্য ও কারণ বিভু আপনি সম্যক॥ এতেক কহিয়া তবে শ্রীরাম চরণ। যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত পদ করে প্রক্ষালন॥ ধীবর হইয়া মুক্ত শ্রীরাম আজ্ঞায়। কুটম্ব সহিতে সবে স্বর্গ পুরে যায়॥ কৌশিক সহিত তবে রাম রঘুনাথ। মিথিলায় যান হরি লক্ষ্মণের সাথ॥ বিদেহ নগরে মুনি করি আগমন। রাজ সন্নিধানে বার্ত্তা করেন প্রেরণ॥ কৌশিকের আগমন শুনিয়া রাজন। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ সজল নয়ন॥ বিবিধ পূজার দ্রব্য করি আহরণ॥ মুনির নিকটে রাজা করিলা গমন॥ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তপোধনে। মনের মানসে পূজে কৌশিক চরণে। শ্রীরামে দেখিয়া সর্ব্ব লক্ষ্মণে লক্ষিত জিজ্ঞসেন মুনিবরে কহিতে নিশ্চিত॥ কাহার তনয় এই দুই পুত্র মুনি। দেবতা সমান সর্ব্বগুণে গুণমণি॥ দশ দিগ আলোকরে রূপের কিরণে। চন্দ্র সূর্য্য দীপ্তমান হেন লয় মনে॥ আনন্দিত হয় চিত্ত করিয়া দর্শন। নিশ্চয় হতেছে বোধ নর নারায়ণ॥ বিষ্ণুর সকল চিহ্ন দেখি অঙ্গময়। সত্য করি বল মুনি কাহার তনয়॥ আনন্দে কহেন তবে মহা তপোধন। মন দিয়া শুন কহি জনক রাজন॥ মহারাজ দশরথ পুত্র দুই জন। কৌশল্যা সুমিত্রা গর্ভে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ মুনি-

গণ যজ্ঞ রক্ষা করিবার তরে। আনিলাম পূর্ব্বে আমি কহিয়া রাজারে॥ বিশাল বিক্রমী রাম মারি এক বাণ। দুষ্টাচারি তাড়কার পথে লন প্রাণ॥ পশ্চাৎ যাইয়া প্রভু আশ্রমে আমার। সুবাহু প্রভৃতি দৈত্যে করেন সংহার॥ মম যজ্ঞ বিহিংসক অতি খরতর। এক বাণে ফেলিলেন সাগর ভিতর॥ গঙ্গাতীরে ততঃ-পরে আসিয়া শ্রীরাম। গৌতম আশ্রমে যথা পুণ্যের বিশ্রাম॥ অহল্যায় দেখি রাম করি নমস্কার। পাদাম্বুজ রজ দিয়া করেন উদ্ধার॥ শাপেতে হইয়া মুক্তা অহল্যা সুন্দরী। মনের মানসে পূজা করিলেক হরি॥ এক্ষেণে মানস আছে দেখিতে ধনুক। তব গৃহে রাখিলেন ধূর্জ্জটি কার্ম্মুক॥ পূজ্য মানে প্রপূ-জিত হইতে এখনে। আসিলেন দেখিবারে তোমার ভবনে॥ একারণ মহারাজ করি নিবেদন। বিখ্যাত মহেশ ধনু দেখাও কেমন॥ পূর্ণকরি তব সাধ শুনহ রাজন। দেখিতে করেন বাঞ্ছা পিতার চরণ॥ এতেক শুনিয়া তবে জনক রাজন। বিবিধ বিধানে পূজা করে নারায়ণ॥ বুদ্ধিমান সচিবেরে ডাকিয়া রাজন। ধূর্জ্জটি স্থাপিত ধনু দেখাইতে কন॥ ধাবমান মন্ত্রি চার আনিতে ধনুক। বিশ্বামিত্র প্রতি কন সস্নেহে জনক॥ আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন তপোধন। যদি রাম ধনুক ধরিয়া দেন গুণ॥ আমার তনয়া সীতা জীবনে জীবন। শ্রীরাম চরণে আমি করিব অর্পণ॥

কৌশিক কহেন হাসি দেখিয়া শ্রীরাম। দেখালে ধনুক রামে দেখিবে বিক্রম॥ এরূপ প্রসঙ্গ দোহে হইতে হইতে। শতং ঘণ্টা যার শোভেচারি ভিতে॥ বহিয়া আনিল ধনু পঞ্চশত দুতে। বেষ্টিত আছুয়ে তাহা স্বর্ণ পট্ট সুতে॥ বুদ্ধিমান মন্ত্রী এক করি আ- গমন। দেখায় হরের ধনু শ্রীরামে তখন॥ আন- ন্দিত হয়ে রাম কাঁকালি বান্ধিয়া। অব লীলা ক্রমে ধনু সহস্তে তুলিয়া॥ দিলেন তাহাতে গুণ সভার মা- ঝারে। চমৎকৃত সর্ব্ব লোকে শ্রীরামে নেহারে॥ করি- য়া দক্ষিণ হস্তে ঈষদাকর্ষণ। ভাঙ্গিলেন ধনু রাম দেখে সর্ব্বজন॥ তুলিতে হইলা সর্ব্ব দেব আনন্দিত। গুণ দিতে শ্রীরামের গুণ প্রকাশিত॥ আকর্ষণে জানকীর মনঃ আকর্ষিত। টঙ্কারিতে তিন লোক হইল ক- ম্পিত॥ নোমাইতে নত হৈল জনকের মনঃ। ভঙ্গেভঙ্গ রাজাদের অভিমান গণ॥ ধনুকের শব্দে পরি পূর্ণ দশ ভাগ। স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদি কম্পিত সনাগ॥ সক- ল দেবতা তবে অদ্ভুত মানিয়া। অর্চ্চনা করেন রামে গগনে থাকিয়া॥ দুন্দুবি বাজায় দেবাপ্সরী নৃত্য করে। পুষ্প বৃষ্টিরামোপরে সর্ব্ব দেবে করে॥ তিন খণ্ড হয়ে যদি ধনুক পড়িল। জনক ভূপাল রামে কোলেতে ক- রিল॥ শ্রীরামের কীর্ত্তি শুনি অদ্ভুত বাচনি। বিস্ময়া হই- য়া তবে রাজার রমণী॥ আপন তনয়া লয়ে সাজান ত্ব- রিত। নানা আভরণে দেবী করিলা ভূষিত। স্বর্ণ লতা সম

সীতা নূপুর চরণে। অরুণ সদৃশ বস্ত্র করিয়া ধারণে॥ বস্ত্রে আচ্ছাদিত তাঁর পীন পয়োধর। কোটি চন্দ্র দীপ্ত করে রূপ মনোহর॥ সকল রমণী মিলি জানকী লইয়া। সমর্পণ শ্রীরামেরে করিলা আনিয়া॥ রাজার রমণী সবে হয়ে আনন্দিতা। নানা আভরণে সবে হইয়া ভূষিতা॥ গবাক্ষ দ্বার হইতে করে নিরীক্ষণ। শশধর পতি রাম মদন মোহন॥ কেহ দেখে শরীরেতে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে। কোটি২ সূর্য্য কেহ দেখে তার মাঝে॥ কেহ বলে অতুল্য সে উপমা রহিত। কেহ বলে রূপে গুণে অব্যক্তা প্রমিত॥ জনক রাজন পরে কহে মুনিবরে। শীঘ্রগামী দুত যায় অযোধ্যা নগরে॥ সমাচার দেও মুনি রাজা দশরথে। শীঘ্রকরি আসিবারে পুত্র লয়ে রথে॥ সঙ্গে করি আনে রাজা দারা মন্ত্রিগণ। বিবাহ সঙ্কল্পে লক্ষ্মী প্রাপ্ত নারায়ণ॥ এতেক শুনিয়া মুনি রাজার বচন। শীঘ্রগামী দুত এক করেন প্রেরণ॥ অযোধ্যানগরে দুত হয়ে উপনীত। প্রণিপাত দশরথে করিয়া ত্বরিত। রামের কল্যাণ বার্ত্তা করে নিবেদন। তাড়কা মরণাবধি ধনু বিভঞ্জন॥ রামের শুনিয়া শুভ রাজা দশরথ। আনন্দে কহেন শীঘ্র সাজাইতে রথ॥ মিথিলা যাইতে সবে হও অগ্রসর। হস্তি অশ্ব পদাতিক সহ অনুচর॥ শীঘ্রগতি আন রথ করিয়া সাজন। মিথিলা নগরে অদ্য করিব গমন॥ বশিষ্ঠ অগ্রেতে যান দারা অগ্নিলয়ে।

সেই সঙ্গে রাম মাতা সর্ব্ব রাণী চয়ে॥ পরম ভাগ্যেতে আমি রামে পাই ঘরে। তাহার অধিক পুণ্যে ঋষি গুরুবরে॥ যাহার কৃপায় কোলে দেব নারায়ণ। বশিষ্ঠ পরম গুরু দেব ভগবন॥ গুরু সঙ্গে রাজ দারা করিয়া প্রেরণ। নানা বিধ দ্রব্যেরথ করিয়া সাজন॥ রাজ ঋষিগণ সঙ্গে করি আরোহণ। পাত্র মিত্র লয়ে সঙ্গে বহু সৈন্যগণ॥ মিথিলার পথে রাজা করিয়া গমন। ত্বরিতে জনক পুরে উপনীত হন॥ রাজ আ-গমন শুনি জনক রাজন। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ আনন্দিত মনঃ॥ সাদরে আনিতে তবে রাজা দশ-রথে। জনক ত্বরিতে যান সদানন্দ সাথে॥ বিধিমতে করে পূজা জনক রাজন। পরম আনন্দে দোঁহে করে আলিঙ্গন॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে হরষিত মনে। প্রণাম করেন গিয়া পিতার চরণে॥ নিরীক্ষণ করি রাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। মনের হরিষে রামে কহেন বচন॥ তব মুখ শশি রাম প্রফুল্ল কমল। দেখিলে হর্ষিত হয় অন্তর নির্ম্মল॥ তোমা সবে পাই রাম মুনির কৃপায়। তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ তব সহনে না যায়॥ সফল হইল মম যজ্ঞ দান কর্ম্ম। সফল হইল রাম তপস্যার ধর্ম্ম॥ সফল হইল মম ভক্তি দ্বিজ প্রতি। সফল হইল রাম দেবাদিতে মতি॥ সকল সম্পত্তি মম বশিষ্ঠ চরণ। যাঁহা হতে পাই রাম তব দরশন॥ এতেক কহিয়া রাজা রামে করি কোলে। শত২ চুম্ব দেন বদন

কমলে॥ মস্তকের ঘ্রাণ লন পুনঃ আলিঙ্গনে। হর্ষেতে পূর্ণিত অঙ্গ ব্রহ্মানন্দ মনে॥ জনকের গৃহে সর্ব্বে হইলেন স্থিত। দারা পুত্র লয়ে রাজা অতি শোভা ন্বিত॥ শুভ দিন শুভ লগ্ন সুমুহূর্ত্ত ধরি। ভ্রাতৃ বন্ধু গুরু ঋষি আনি যত্ন করি॥ মণ্ডপ রত্ন কাঞ্চনে করিয়া নির্ম্মাণ। মৌক্তিকা পুষ্পের হারে করি শোভমান॥ ব্রাহ্মণ ভূষিত হয়ে স্বর্ণ আভরণে। সর্ব্বদিগে পড়ে বেদ দেব ঋষি গণে॥ সুগন্ধ সকল দ্রব্য শোভিত ভ-বনে। মহা আনন্দিত সবে তার সমীরণে॥ ভেরি দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘনে। মনোরম নৃত্য গীত হয় স্থানা সনে॥ এরূপ আনন্দ মাঝে শ্রীরামে লইয়া। সুবর্ণ আসনো পরে বসায় ধরিয়া॥ বশিষ্ঠ কৌশিক সতা-নন্দ পুরোহিতে। বিধিমতে পূজে রাজা রামে চারি ভিতে॥ বিধানে জ্বালিয়া অগ্নি করিলা স্থাপন। নানা রত্নাঙ্কিতা সীতা আনয়ে তখন॥ সভার্য্য জনক রাজা করি আগমন। শ্রীরামের পাদ পদ্ম করি প্রক্ষালণ॥ কমল লোচন রামে করিয়া দর্শন। মস্ত-কেতে পাদোদক করিয়া ধারণ॥ আপনারে ধন্য মানি কহে নারায়ণে। বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন পাই শুভক্ষনে॥ সীতার ধরিয়া হস্ত জনক রাজন। ফল ফুল গন্ধা জগে করিয়া ভূষণ॥ দেব ঋষি মুনিগণ দ্বিজ বিদ্য-মানে। দিলেন সীতারে রাম বিবাহ বিধানে॥ জনক কহেন পরে যোড় করি হাত। পাইলে আপন

লক্ষ্মী ক্ষম রঘুনাথ॥ কোমল বদনী সীতা কোমলাঙ্গ ধারী। কমল নয়নী দেবী সর্ব্ব শোভা কারী॥ দিলাম তোমারে রাম আপন তনয়া। সর্ব্বদা রাখিবে বিভু সীতা প্রতি দয়া॥ বস্ত্র মুক্তা আভরণে অতি সুশোভিত। রাখিহ সীতার প্রতি পরম পিরীত॥ এতেক কহিয়া রাজা আনন্দিত মনে। জানকী দিলেন রামে সজল নয়নে॥ যে রূপে ক্ষিরোদে লক্ষ্মী পাই দেব গণে। হরষিতে আনি দিল বিষ্ণুর চরণে॥ সে রূপে জনক রাজা রামে সীতা দিয়া। মানস করিলা পূর্ণ হর্ষিত হইয়া॥ উর্ম্মিলা আপন কন্যা লক্ষ্মণে দিলেন। ভাতৃ কন্যা শ্রুতি কীর্ত্তি ভরতে অর্পেণ॥ মাণ্ডবী তাহার ভগ্নী লইয়া সাদরে। শত্রুঘ্নে বিবাহ দিলা আনন্দি-তান্তরে॥ চারি ভাই করিলেন দার পরি গ্রহ। সুল-ক্ষণা কন্যা সবে ভগ্নী চারি সহ॥ বিরাজিত হন সবে লোক নাথ সমা। কি দিব উপমা যার নাহিক উপমা॥ জনক কহেন শুন কৌশিক বশিষ্ঠ। জানকীর জন্ম কথা হইয়া প্রহৃষ্ট॥ বিশুদ্ধ করিতে ভূমি যজ্ঞের কারণ। লাঙ্গল চালাই ভূমে করিতে শোধন॥ লাঙ্গ-লের মুখে কন্যা উঠিল তখন। সর্ব্ব সুলক্ষণে যুক্তা কন্যা রত্ন ধন॥ কন্যারে দেখিয়া ভক্তি মম মনে হয়। পুত্রী ভাবে পালন করিব এআশয়॥ শরতের চন্দ্র সম মুখ তমো নাশি। ক্রোড়েতে করিয়া কন্যা গৃহে পুনঃ আসি॥ সাদরে দিলাম তাঁরে প্রিয় পত্নী

স্থানে। পুত্রীতুল্য পালন করিতে স্নেহ জ্ঞানে॥ একদা নারদ যোগী মুক্ত কলেবরে। হরি গুণ গাইতেং আসি ঘরে। বদনে ডাকিছে কোথা রাঘব শ্রীরাম। বীণায় ধরিয়া তাল সীতা পতি রাম॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করি মুনিবরে। সুখাসনে বসি মুনি কহেন সাদরে॥ শুন রাজা বলি তবে অতি গুপ্ত কথা। কল্যাণ হইবে তব না কর অন্যথা॥ ভক্তের মানস পুর্ণকারী নারায়ণ। মায়াতে মনুষ্য রূপ করিয়া ধারণ॥ হইবেন পরমাত্মা দশরথ সুত। চারি অংশে জন্মিবেন আপনি অচ্যুত॥ যোগ মায়া সীতা দেবী হয়ে দয়ান্বিতা। আসিলেন তব গৃহে শ্রীরাম বণিতা॥ অতএব তুমি হও সদা সাবধান। রাঘবেরে দিবে সীতা হয়ে যত্নবান॥ পরমাত্মা শ্রীরামের ভার্য্যা একুমারী। অন্যকার দারা নহে লোকনাথ নারী॥ এতেক কহিয়া মুনি দেবাদির গতি। প্রস্থান করেন শীঘ্র হয়ে হৃষ্ট মতি॥ সে দিন হইতে মুনি কর অবধান। বিষ্ণু প্রিয়া মহাদেবী সীতা প্রতি জ্ঞান॥ চিন্তায় আকুল কবে হবে শুভক্ষণ। রাঘবে জানকী আমি করিব অর্পণ॥ ব্যাকুল হইয়া চিত্তে সদা চিন্তা করি। ধ্যেয়মান সর্ব্বক্ষণ করে আস্যে হরি॥ সুরা সুর যুদ্ধে জয়ী হয়ে মহেশ্বর। মম পিতামহ গৃহে রাখে ধনু হর॥ আনাইয়া এই ধনু রাখিলাম পণে। সীতার বিবাহ দিব রামচন্দ্র সনে॥ হর ধনু ভাঙ্গিবেক হেন কোন জন। বিনা রাম রা-

যব আপনি নারায়ণ॥ সকল রাজার মান হইয়াছে নাশ। তোমার প্রসাদে রাম হয়েন প্রকাশ॥ এস্থানে আসিলে রাম কমল লোচন। মনে রথ হয় পূর্ণ সকল জীবন॥ একাসনে বসি রাম জানকী সহিতে। কোটি সূর্য্য শোভমান শ্রীঅঙ্গ জ্যোতিতে॥ তব পদ রজ ধরি মস্তক উপরে। সৃষ্টি কর্ত্তা হন ব্রহ্মা লোক চরাচরে॥ তব পাদ পদ্ম ধরি বলি মহাশয। পাতালে হলেন রাজা ভোগে সুখ ময়॥ তোমার চরণরজ অহল্যা পাইয়া। অনায়াসে হয় মুক্ত পাষাণ হইয়া॥ শ্রীচরণ গুণে জীব সবে মুক্তি পায়। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র তাই পদ চায়॥ শ্রীপদ কমলে যেবা রয় ভৃঙ্গ প্রায়। নির্গুণ অমৃত সেই সদা বসে খায়॥ এমন পরাগী কিবা সরাগী যে যোগী। কাল চক্রে জয়ী ভবভয়ে নহে ভোগী॥ কীর্ত্তনে তোমার নাম সর্ব্ব দুঃখ যায়। সংসারের সর্ব্ব শোক পরা ভব পায়॥ তোমার শরণাগত সদা মম মনঃ। ইহ পরকালে দুঃখে না হই ভাজন॥ এরূপ করিয়া স্তুতি জনক রাজন। জামাতা শ্রীরামচন্দ্রে করেন অর্পণ॥ অপর্য্যাপ্ত দান দাসী অযুত সারথি। দশ লক্ষ অশ্ব করি অযুত মাহথি॥ পদাতি লক্ষক দেন তিনশত দাসী। দিব্য বস্ত্র হার দেন যেন তমো নাশি॥ মণি মুক্তা স্বর্ণ বস্ত্র অনেক রতন। সীতারে দিলেন রাজা করিয়া যতন॥ বশিষ্ঠাদি মুনিগণে করিলেন পূজা। ভরত লক্ষ্মণে পূজে প্রদানে

আত্মজা। শত্রুঘ্নে পূজিয়া রাজা পূজে দশরথে। শ্রীরামে করেন স্তুতি বহু ভক্তি মতে॥ প্রস্থান করেন তবে রাজা দশরথ। দারা পুত্র পরিবারে হয়ে সর্ব্বা গ্রত॥ সীতারে করিয়া কোলে সকল জননী। অশ্রুজলে পরি পূর্ণা সজল নয়নী॥ চাহিয়া সীতার মুখ কহেন জননি। সর্ব্বদা হইবে তুমি রাম পরায়ণি॥ পতির করিবে সেবা শ্বাশুড়ি শ্বশুর। পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা করিবা প্রচুর॥ যে রূপে রাখিবে রাম সে রূপেতে রবে। তাঁহার সুখেতে সুখী দুঃখে দুঃখী হবে॥ কদা-চ না কটু বাক্য বলিবা তাঁহারে। অমঙ্গল হয় তাহে কহিগো তোমারে॥ যদি রাম রুষ্ট হন রুষ্ট না হইবা। মধুর বচনে তাঁরে সান্তনা করিবা॥ প্রস্থান করেন রাম সর্ব্ব সুলক্ষণে। নানা বাদ্য বাজে সঙ্গে হর্ষ সর্ব্ব জনে। সঘনে বাজিছে ভেরি শব্দ ভয়ঙ্কর। মূর্চ্ছিত সকল ভূত শুনি নিরন্তর॥ ইতি শ্রীশ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণ সার। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইহা আছয়ে বিস্তার॥ সুবাল্য কাণ্ডীয় কথা অতি মনোহর। শঙ্কর কহেন ইহা পার্ব্বতী গোচর॥ বিবাহ করেন রাম জনক কুমারী। সপ্ত সর্গে চতুর্ম্মুখ নারদে প্রচারি॥ নারদ কহেন সুতে সুত ঋষিগণে। শ্রীমহেশচন্দ্র চট্ট কহে বন্ধুজনে॥

বাল্যকাণ্ডে সপ্তম অধ্যায়।

ভার্গবের তেজ হরণ ও স্তব শ্রীরামচন্দ্রের গৃহে গমন।

শ্রীরামে লইয়া সঙ্গে রাজা দশরথ। মিথিলা হইতে যান অযোধ্যার পথ॥ ত্রিযোজন যান রাজা পরম কৌতুকে। ঘোর অন্ধকার দৃষ্টি দেখিয়া সম্মুখে॥ কহেন বশিষ্ঠ প্রতি শুন তপোধন। ভয়ের কারণ কিছু হতেছে লক্ষণ॥ কিঞ্চিৎ থাকিয়া তাহা হইবেক শান্ত। না জানি কারণ মুনি ইহার বৃত্তান্ত॥ সর্ব্বদা হরিণ দেখি যায় সব্য ভাগে। ওই দেখ মুনিবর যায় সব্য ভাগে॥ অশুভ সূচক দেখি মনে পাই ভয়। চিন্তামণি জন্য মুনি চিন্তিত হৃদয়॥ কহিতে২ এই মুনিবর সনে। সুঘোর অনিল সম দেখিলা নয়নে॥ মেঘতুল্য দুই চক্ষু ঘূর্ণ ভয়ঙ্কর। ভস্ম বৃষ্টি ঘোর তর তাহার ভিতর॥ সম্মুখে দেখেন রাজা ধীমান পুরুষ। নীলমেঘ সম দীপ্তি অতীব কর্কশ॥ দীর্ঘাকার জটা তার দুলিতেছে গায়। জড়িত কতক তার শিরে শোভা পায়॥ বাহুমূলে পরশু ধনুক বাম হাতে। কমণ্ডলু ব্রহ্ম দণ্ড ধরে দক্ষিণেতে॥ সাক্ষাৎ স্বরূপ কাল হয় দৃশ্য মান। সকলের অন্তকারী হেন অভিমান॥ কার্ত্তবীর্য্য অন্তকারি ভার্গব সে মুনে। পেষণ কারক সদা দুষ্ট ক্ষত্রিগণে॥ আইলেন দশরথ রাজার সম্মুখ। কাল মৃত্যু হেন রূপ সকল অন্তক॥ তাহা

দেখি ভীত মনে ত্রস্ত সর্ব্বকায়। অর্থাদিতে পূজি-বারে রাজা ভুলে যায়॥ ত্রাহি২ মাত্র রব নিঃসরে বদনে। দণ্ডবৎ নতিকরি সচিন্তিত মনে। কর যোড়ে মহারাজা নিবেদন করে। সন্তানের প্রাণ দান দেহ প্রভু মোরে॥ এতেক শুনিয়া মুনি রাজার বচন। অনাদর করি রামে কহেন তখন॥ অতি ক্রোধে কহে মুনি নিষ্ঠুর বচনে। চলিত ইন্দ্রিয় সর্ব্ব অতি কোপ মন॥ ক্ষত্রিয় অধম তুমি রাম নামে খ্যাত। নির্ভয়ে থাকিস লয়ে দারা জন ভ্রাত॥ দ্বন্দ যুদ্ধ দেহ এবে যদি ইচ্ছা হয়। তবেতো জানিব তোরে ক্ষত্রিয় তনয়॥ দর্প কর ভাঙ্গি তুমি সুজীর্ণ ধনুক। দেখহ সাক্ষাৎ এই আমার কার্ম্মুক॥ বৈষ্ণব ধনুকে যদি দিতে পার গুণ। তবে তব সঙ্গে যুদ্ধ করি এই পণ॥ নতুবা করিব নাশ তোমা সবাকারে। ক্ষত্রিয় অন্তক আমি জানহ আমারে॥ এতেক কহিলা মুনি হয়ে কোপ মতি। স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি কাঁপে বসুমতি॥ ঘোরতর অন্ধকার হইল তখন। কেহ কারে নাহি দেখে থাকিতে নয়ন॥ দাশরথী রামচন্দ্র ভাবিয়া তখন। ভার্গবের ক্রোধ সর্ব্ব করি নিরীক্ষণ॥ মুনি হস্ত হতে ধনুঃ করি আকর্ষণ। শীঘ্র করি তাহে গুণ করিয়া অর্পণ॥ আপনার তূণ হতে লয়ে এক বাণ। যোজনা করিয়া তাহে বান বীর্য্যবান॥ পরশু রাম সমীপে শ্রীরাম কহেন। শুনহ ব্রাহ্মণ গুরু আমার

বচন॥ দেখাইয়া দেহ লক্ষ কাহারে মারিব। অমোঘ
আমার বান বল কি করিব॥ বিলম্ব না সহে এবে
কর অবধান। ত্রিলোকের মধ্যে কারে করিব সন্ধান॥
এরূপ শুনিয়া মুনি শ্রীরাম বচন। ভার্গবের হয় অতি
বিষণ্ণ বদন॥ স্মরণ হইল তাঁর পূর্ব্বের বৃত্তান্তে
কর যোড়ে করে স্তুতি শ্রীরাম কৃতান্তে॥ ধিক ধিক২
মোরে ধিক পুনর্ব্বার। তোমার বিপক্ষে যদি কহি
আরবার॥ জানিলাম তুমি রাম পরম ঈশ্বর। সর্ব্ব
শক্তিমান বিভু জগৎ ঈশ্বর॥ জগতের সৃষ্টি স্থিতি
লয়ের কারণ। বিষ্ণুরূপ হও তুমি পুরুষ পুরাণ॥
বাল্যকালে শুভক্ষণে চক্র তীর্থে গিয়া। বিষ্ণুর তপস্যা
করি ধ্যান নিষ্ঠা হৈয়া॥ প্রসন্ন হইয়া তবে দেব
নারায়ণ। শঙ্খ চক্র গদাধর কহিলে তখন॥ উৎকে
উৎকট তপা ব্রাহ্মণ নন্দন। সফল হইল তব এযোগ
সাধন॥ নিত্য জ্ঞান সংযোজনে জয় কর গিয়া। যদর্থে
তোমার শ্রম তপস্যা করিয়া॥ তব পিতৃ শত্রু সেই
কার্ত্তবীর্য্য নামে। নিধন করহ তুমি পাও যেই স্থানে॥
নিঃক্ষত্রিয় কর ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥ কশ্যপেরে
দিয়া ক্ষিতি হওহ উদ্ধার॥ ত্রেতা যুগে হব আমি
রাম অবতার। অবিনাশী রাম রূপ দেখিবে আমার॥
সেই কালে মম দত্ত তেজ ফিরে দিবে। তদবধি ব্রহ্ম
রূপে বিশ্রান্ত থাকিবে॥ এই বাক্য কহি বিভু হলে
অন্তর্দ্ধান। মানস হয়েছে পূর্ণ ওহে ভগবান॥ সেই

বিষ্ণু তুমি এই রাম অবতার। উদয় হইলে প্রভূ ভ-জনে ব্রহ্মার॥ তোমার স্থাপিত তেজ ওহে নারায়ণ। এই দেখ তব দেহে হতেছে মিলন। সদ্ভাব সংযুক্ত হও জন্মাবধি তুমি। সত্য জ্ঞানান্বিত হও জানে সর্ব্ব মুনি॥ নির্ব্বিকার হও তুমি পূর্ণ সর্ব্ব ক্ষণে। চলা-চল নাহি তবু স্থিতি ত্রিভুবনে॥ কাষ্ঠ মধ্যে যথা অগ্নি জলে যথা ফেন। সেই রূপ তুমি ব্যাপ্ত ইহ পরাৎপর॥ তোমার আশ্রিতা মায়া সৃজন কারিণী। করেন সকল কর্ম্ম তবাভিলাষিণী। সে মায়ায় যাবৎ মোহিত লোক থাকে। তাবৎ তোমারে কেহ কভু নাহি ডাকে॥ অবিদ্যা হইতে সেই মায়ার উদ্ভব। বিদ্যার বিরোধি সেই অজ্ঞান সম্ভব॥ অবিদ্যা হইতে এই দেহের উদ্ভব। সৃষ্টি স্থিতিলয় সর্ব্ব তাহাতে সম্ভব॥ তবচিৎ শক্তি লোকে জীব রূপে স্থিত। অতএব তুমি জীব লোকেতে নিশ্চিত॥ যদবধি দেহে মন প্রাণ বুদ্ধি আদি। অভিমানে বশীভুত হয় দেহাগ্রাদি। তদবধি তাহাদের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব। সুখ দুঃখ মানি হয়ে ভূঞ্জয়ে স্বকৃত॥ পরমাত্মা নাহি হন কদাপি সংশ্রুতি। জ্ঞান বুদ্ধি যেই রূপে নহে এক রীতি॥ বুদ্ধ্যাদি হইয়া যুক্ত অবিবেক সনে। সংসারেতে প্রবর্ত্ত করায় সর্ব্ব ক্ষণে॥ চিদাত্মা হইয়া যুক্ত যত দেহে হরি। মিশিত হইয়া চিত্তে বুদ্ধি বৃত্তি ধারি॥ চিৎ রূপ জ্ঞান তুমি জড় রূপা জ্ঞান। জড় সংজ্ঞা

আত্ম দেহ বুদ্ধি জীবাত্মান॥ জলাগ্নি দোঁহেতে যথা বর্ত্তুল ভিতরে। সেই রূপ দেহে আত্মা অলিপ্ত শ-রীরে॥ অগ্নি রূপ হয়ে তুমি দেহ মধ্যে থাক। দেহের করহ বৃদ্ধি রস পরিপাক॥ যাবৎ না হয় সঙ্গ তব ভক্ত সনে। তাবৎ না হয় সৌখ্য কাহারো ভবনে॥ যাবৎ না হয় ভক্তি তোমার চরণে। তাবৎ না হয় দৃষ্টি আত্ম তত্ত্ব ধনে॥ অজ্ঞানে তোমাকে নাহি চিনে যেই জন। সংসারের নানা দুঃখে সে জন ভাজন॥ যদবধি তোমাতে না হয় এক জ্ঞান। তদবধি জড় সংজ্ঞা এই সে বিধান॥ তব উপাসনা মন করয়ে যখন। সাধুসঙ্গ ভক্তি লভ্য হয় ততক্ষণ॥ মায়া পরিত্যাগ তার করয়ে শরীর। আনন্দ ভাজন সেই সেই জন ধীর॥ তব জ্ঞান যুক্ত হয় সু গুরু পাইলে। গুরু মুখে বাক্য জ্ঞান সংগ্রহ করিলে॥ তোমার প্রসাদে প্রভু ওহে নারায়ণ। ইহ পরকালে সেই মুক্ত সর্ব্ব ক্ষণ॥ ভক্তিহীন হয় যেবা তব শ্রীচরণে। কোটি২ কল্প তার যায় অকারণে॥ নাহি হয় মুক্তি তার আনন্দ বিজ্ঞান। অসুখ সর্ব্বদা মনে শঙ্কা অভিমান॥ অতএব তব পদে এই সে বিনয়। জন্মে২ ওচরণে যেন ভক্তি রয়॥ তব ভক্তি যোগে হয় অজ্ঞানের নাশ। অতএব তব ভক্তি নিতান্ত প্রয়াস॥ তব ভক্তি রত যেবা তব ধর্ম্মাচারী। পবিত্র করয়ে এই ভূমণ্ডল তারি॥ নীচ কুলে হয় যদি তব ভক্তিমান। প্রকা-

শিত হয়ে তথা থাক বিদ্যমান॥ সাধুকুলোদ্ভব যেবা তব পদে মন। পূর্ণানন্দ হয়ে তথা থাক সর্ব্বক্ষণ॥ প্রণাম তোমার পদে ওহে জগন্নাথ। ভক্তির ভাবন তুমি ভক্ত লোক সাথ॥ সকল কারণ তুমি তুমিহে অনন্ত। প্রণাম তোমার পদে নিয়ত নিতান্ত॥ যে সকল কর্ম্ম মম হইল কুৎসিত। তব বাণে সে সকল হউক নাশিত॥ প্রসন্ন হইয়া তবে রাম দয়াময়। ভার্গবেরে কহিলেন হইয়া সদয়॥ সুপ্রসন্ন হইলাম শুনহে ব্রহ্মণ। বরমাগ যাহা ইচ্ছা লয় তব মন॥ যাহা তব অভিরুচি তাহা বরমাগ। দিতে পারি অখিল ব্রহ্মাণ্ড মহাভাগ॥ সানন্দে কহেন তবে শ্রীপরশু রাম। মম প্রতি যদি হয় তব কৃপা রাম॥ এই বর দেও রাম শ্রীমধুসূদন। তব পদ মূলে ভক্তি থাকে সর্ব্বক্ষণ॥ ভক্তিহীন হয়ে যদি এই স্তব করে। ভক্তির ভাজন যেন হয় সেই নরে॥ বিজ্ঞান হইয়া সেই ইহকালে রয়। মৃত্যুকালে যেন রাম নাম মনে হয়॥ প্রদক্ষিণ করি রামে ধরণী লোটায়। মনের মানসে পূজা করে রাঙ্গাপায়॥ বিমুক্ত হইয়া তবে শ্রীরাম আজ্ঞায়। মহীন্দ্র অচল স্থলে মহামুনি যায়॥ আনন্দিত হয়ে তবে রাজা দশরথ। মহানন্দে করি কোলে পুত্র মনোরথ॥ পুনঃ২ আলিঙ্গন করি হৃষ্ট মনে। আনন্দের ধারা বহে রাজার নয়নে॥ সন্তুষ্ট হইল তবে সর্ব্ব সঙ্গিগণ। সুহৃ

চিত্তে করে রাজা পুরেতে গমন॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন। বিস্ময় হইয়া তুষ্ট হন সর্ব্ব জন॥ আপনং ভার্য্যা করিয়া গ্রহণ। নিজং মন্দিরেতে করেন রমণ॥ সীতা পতি সীতা সঙ্গ হয়েন যখন। পিতা মাতা আনন্দিত সুখী সর্ব্ব জন॥ অযোধ্যা হইল যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন। লক্ষ্মীর সহিত যথা বিষ্ণু নারায়ণ॥ যুধাজিন নাম ধরে ভরত মাতুল। কৈকেয়ীর ভ্রাতা তেঁহ বিখ্যাত অতুল॥ লয়ে গেল ভরতেরে আপন ভবনে। শত্রুঘ্ন তাঁহার সঙ্গে যায় ততক্ষণে॥ সীতার সহিত শোভে রাম রঘুপতি। কৌশল্যার শোভা তাহে কিকব পার্ব্বতি॥ ইন্দ্র সন্নিকটে যথা সচি শোভান্বিত। পৌলোমা নিকটে যথা দেবত্মা শোভিত॥

ত্রিপদী।

অখিলের কর্ত্তা যিনি, নর রূপ ধরে তিনি, প্রকাশিত পৃথিবী উপরে। নিত্য মায়া কারি হরি, মায়া রূপ কর্ম্ম করি, নিরাশ কারক সে মায়ারে॥ নিত্য শ্রী তাঁহার হয়, নির্ব্বাকারানন্দ ময়, নিরবধি বিভব বিস্তার। সুখের সদন যিনি, সর্ব্ব অন্তর্গত তিনি, মনুষ্য লোকেতে অবতার। সকল লোকের নাথ, মুনিগণে সদা সাথ, প্রকাশ করেন হেন গুণ। সঙ্গীত কীর্ত্তনে যার, পাপ রাশি হয় ছার, ত্রেতা আদি কলি বিমো-

চন॥ পূর্ণানন্দ তাঁর মূর্ত্তি, পূর্ণ ব্রহ্ম সয়ম্ভূক্তি, অখি-লের আদি যেই জন। পূর্ণানন্দ ভাবাচারী, পৃথিবীর ভার হারী, সীতারাম জপ সদা মন॥ রাক্ষস হইয়া ধারী, মহেশে প্রার্থনা কারী, পৃথিবী করিবে দুঃশাসন। এতেক জানিয়া মনে, কম্পিত কমলা সনে, নাশি-বারে নর নারায়ণ॥ স্বয়ম্ভূ কহেন যাহা, সর্ব্ব শাস্ত্র মত তাহা, সেই হর ইহার প্রমাণ। সর্ব্ব জীবে হয় শিব, শিব বিনা নাস্তি জীব, তার সাক্ষি পূজার বিধান॥ অতএব ভজরাম, পাবে সবে সুবিশ্রাম, অন্তকালে কাশী ধামে গতি। মহেশ মজায়ো মন, সীতা রাম তত্ত্বধন, প্রকাশিল বন্ধুগণ প্রতি॥ আদিম কাণ্ডীয় কথা, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে গাঁথা, হর কন হৈমবতি প্রতি। নাশি-বারে পাপবর্গ, প্রকাশ সপ্তম সর্গ, দ্বিজ কহে বুঝিলে সুগতি॥

সমাপ্তোয়ং আদিকাণ্ডঃ।

শ্রী[illegible] নন্দী